বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে উত্তরণ

Finnwatch

এই প্রকল্পটি ফিনল্যান্ডের উন্নয়ন সংস্থার তহবিল কর্তৃক অর্থনৈতিক সহায়তা প্রাপ্ত।

ফিনওয়াচ একটি অলাভজনক সংস্থা যা ফিনিশ ব্যবসার বিশ্বব্যাপী প্রভাবগুলি অধ্যয়ন করে। এগারোটি উন্নয়ন, পরিবেশ, ভোক্তা সংস্থা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফিনওয়াচের কাজকে সমর্থন করে: দ্য ইন্টারন্যাশনাল সলিডারিটি ফাউন্ডেশন (ওঝঋ), প্রো এথিক্যাল ট্রেড ফিনল্যান্ড, ট্রেড ইউনিয়ন সলিডারিটি সেন্টার অফ ফিনল্যান্ড ঝঅঝক, অঃঃধপ, ফিন চার্চ এইড, ফিনিশ উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ফিংগো, ফিনল্যান্ডের দলিত সলিডারিটি নেটওয়ার্ক, ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ ফিনল্যান্ড, ফিনল্যান্ডের ভোক্তাদের ইউনিয়ন, কিওস ফাউন্ডেশন, এবং ফিনিশ ইভাঞ্জেলিক্যাল লুথেরান মিশন।

প্রকাশনার তারিখ: মে, ২০২৩

ছবি: ফিনওয়াচ/ আওয়াজ ফাউন্ডেশন

Translation publication date: May 2023 (official Finnish and English versions were published in January 2023)

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প উত্তরণের মধ্যে রয়েছে

Contents

১. পরিচিতি 4

২. পোশাক ও বস্ত্রখাতে পরিবর্তনের হাওয়া 5

৩. জলবায়ুর প্রভাবে বস্ত্রখাতের পরিবর্তন ও উত্তরণে (transition) বাংলাদেশ অগ্রভাবে রয়েছে। 7

৩.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি গার্মেন্টস শিল্পের উপর নির্ভরশীল 8

৩.২ বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভুগছে 12

৩.৩ সবুজ কারখানায় সবুজ চাকুরি 14

৩.৪ শোভন কাজ ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব 17

৩.৫ করোনা অতিমারির সময়ে সামাজিক নিরাপত্তাজাল অপর্যাপ্ত ছিলো 19

৪. শ্রমিক ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সাক্ষাৎকার 20

৪.১ কিভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে 20

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব 24

৪.৩ কতিপয় লোক বিশ্বাস করে যে, ফাস্ট ফ্যাশন এখানেই শেষ 25

৪.৪ বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ 27

৪.৫ শ্রমিকের আর্থিক স্থিতিশীলতা 28

৪.৬ জলবায়ু পরিবর্তন বিতর্কে শ্রমিকদের কথা শোনা হয়না 30

৫. ফিনল্যান্ডে যে সকল কোম্পানী কাজ করে পরিবেশ বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা 30

৫.১ জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সরবরাহ চেইনে গ্যাস নিঃসরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ 31

৫.২ দেশের কার্যক্রম পরিচালনায় গ্যাস নিঃসরণ বিষয়টি অতি গুরত্বপূর্ণ 31

৫.৩ উপকরণ বাছাই নিঃসরণ কমাতে পারে, কিন্তু গুণগতমান একটি বিষয় 32

৫.৪ ভোক্তাদের পণ্য ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার 32

৫.৫ শ্রমিকের দায়ভার গ্রহণ 33

৫.৬ আইনের ভূমিকা 34

৬. সারাংশ 34

৭.সুপারিশসমূহ 36

১. পরিচিতি

বিশ্ব পোশাক ও বস্ত্র শিল্প , দ্রুত পরিবর্তনশীল ফ্যাশন সংস্কৃতির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করছে, যা আমাদের গ্রহের উপর বোঝা হয়ে দাড়াচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন আমাদেরকে বলে দেয় যে আমাদের পোশাক উৎপাদন, বিক্রি, ব্যবহার ও পরবর্তি ব্যবহারের জন্য ব্যাপক পরিবর্তন কতটা জরুরি[১]। এছাড়াও গ্যাস নি:সরণ আমাদের পরিবেশকে উত্তপ্ত করছে, পরিবেশের অন্যান্য উপাদান যেমন- ভূমি,স্বচ্ছ পানির ব্যবহার, বাতাস ও পানি দূষণ এবং অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে শিল্পের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।[২]

এই সকল ইস্যুসমূহ সমাধানের জন্য শিল্পে বড় ধরণের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সেজন্য প্রায় ৩০ কোটি লোকবল নিয়োগ করতে হবে, যার ফলে পোশাকের আন্তর্জাতিক মান বৃদ্ধি পাবে। [৩]নতুন উদ্ভাবিত আঁশের অধিক ব্যবহার, ক্রেতার পছন্দের আলোকে নতুন বৃত্তাকার ব্যবসায়িক মডেল, প্রথম ব্যবহারের পর দ্বিতীয়বার অধিক কার্যকরভাবে পুনর্ব্যবহার এবং পণ্যের জীবনকালের সর্বশেষ ব্যবহারের ফলে একটি পরিবেশসম্মত টেকসই অর্থনীতি সম্ভব হয়েছে। ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য শিল্পে অটোমেশন ব্যবহারের প্রবণতা এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে থাকতে পারে। যার ফলে, উপরে উল্লেখিত ৩০ কোটি লোকের মধ্যে অনেক লোকের কাজের পরিবর্তন হবে: কতিপয় লোকের কাজের নতুন দক্ষতা প্রয়োজন হবে, কতিপয় লোককে স্থানান্তর করতে হবে (যেমন-ক্রেতাদের কাছাকাছি) এবং সব মিলিয়ে কিছু লোক একসাথে চাকুরী হারাবে।

পরিবেশগতভাবে টেকসই বস্ত্র অর্থনীতিতে উত্তরণের (transition) জন্য সামাজিক প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। রূপান্তরের ধারণা ও প্রয়োজন সর্বপ্রথম জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় (যেমন-কয়লাখনি ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করা), কিন্তু এই নীতিকে টেকসই সার্কুলার অর্থনীতিতে বৈশ্বিক রূপান্তরের পূর্বশর্ত হিসেবে আরো ব্যাপকভাবে বুঝতে হবে। [৪]পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে উত্তরণের (transition) ঝুঁকি রয়েছে এবং সেজন্য শুধু উত্তরণের জন্য নীতিমালা প্রয়োজন, এটা জরুরীভাবে এশিয়ার সর্বোচ্চ পরিমান গার্মেন্টস পণ্য উৎপাদনকারী দেশগুলোতে গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে যেখানে পোশাক ও বস্ত্র শিল্প কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রৈখিক অর্থনীতির দেশ থেকে দ্রুত পরিবর্তিত ফ্যাশনে যাওয়ার জন্য বৃত্তাকার ব্যবসায়িক মডেল এসকল দেশের জন্য বড় ধরণের সমস্যা তৈরী করতে পারে। পোশাক ও বস্ত্র শিল্প একটি ভাল সেক্টরের উদাহরণ যেখানে পরিবেশের প্রভাব মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে, তা না হলে উত্তরণ সমন্বিতভাবে হতোনা, যার ফলে বড় ধরণের চাকুরি ও সমাজিক সমস্যা বড় আকার ধারণ করতো। উত্তরণ বলতে বুঝায় একটি পরিকল্পিত উদ্যোগ যার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা এড়ানো ও অসমতা কমানো যায় এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটায়, তা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য, একক কোনো কোম্পানী বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন শিল্প কারখানায়। বর্তমান ভেলু চেইনের পরিবর্তে নতুন ভেলু চেইন চালু হবে। চাকুরীর ধরণ ও সংখ্যায় পরিবর্তন আসবে কেননা পোশাকের জীবনকাল পুরনো কাপড় ব্যবহার ও পূণ:ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে নতুন কাপড়ের চাহিদা কমে যাবে।

পোশাক ও বস্ত্র ব্রান্ডসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আগেভাগেই কর্মসূচি গ্রহন করেছে। প্রাথমিকভাবে গ্যাস নি:স্মরণ কমানো ও জলবায়ু বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা, নিজস্ব উদ্যোগে নি:স্মরণ কমানোর সুযোগ রাখা হয়েছে (তথাকথিত সুযোগ-১ ও ২), সাধারণত: অফিসে ও স্থানীয় পর্যায়ে বিক্রয় কেন্দ্র বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়েছে। যাইহোক, বৃহৎ আকারের গ্যাস নি:স্মরণ পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে হয়, সাধারণত: আলাদা কোম্পানী করে থাকে। তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

---

[1] Finnwatch, 2022, Life after fast fashion, available online: https://finnwatch.org/images/pdf/Life_after_fast_fashion.pdf

[2] Niinimäki et al., 2020, The environmental price of fast fashion, available online: https://finix.aalto.fi/wp-content/uploads/2021/04/Nature_review_Niinimaki-2020.pdf; EEA, 2019, Textiles and the environment in a circular economy, p. 18–25, available online: https://ecodesign-centres.org/wp-content/uploads/2020/03/ETC_report_textiles-and-the-enviroment-in-a-circular-economy.pdf

[3] Ellen MacArthur Foundation, 2017, A New Textiles Economy: Redesigning Fashions' Future, p. 36, available online: https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy

[4] Just Transition Center, 2017, Just Transition: A Report to the OECD, available online: https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf

সমগ্র ভ্যালু চেইনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এটার অর্থ হচ্ছে, উৎপাদন, কাঁচামাল সরবরাহ পর্যায় থেকে ও ব্যবহারের ধাপ থেকে (যথা- সুযোগ-৩) গ্যাস নি:স্মরণ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের কোম্পানীগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের উষ্ণতা কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা এবং সে অনুযায়ী মানবাধিকারের ধারণা, ডিউ ডিলিজেন্স ও প্যারিস চুক্তির আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও নি:স্মরণ কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ।[৫] সাধারণত: এটার অর্থ হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের সাথে,এটা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে নয়,ভেলু চেইনের সাথে যুক্ত অন্যান্য কোম্পানী, শ্রমিক-কর্মচারী, ট্রেড ইউনিয়ন, কর্তৃপক্ষ ও অংশীদারদের সাথে তাড়াতাড়ি সংলাপ শুরু ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। [৬]কোম্পানীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে (তাদের অংশীদার) ও কোম্পানীর উৎপাদন এলাকায় সামাজিক কি প্রভাব পরে। এ ধরণের সক্রিয় আবেদন উত্তরণের পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কোম্পানীকে বিভিন্ন সামাজিক সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, শর্তাবলী যেমন- কর প্রদান, কর্ম পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন, শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচীর উন্নয়নে রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগানো, অন্যান্য প্রকল্পে অংশগ্রহণ যেখানে শ্রমিকদের পুন:প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং মাঝখানে চাকুরীর পরিবর্তনের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের মত বৃহৎ পোশাক রপ্তানীকারক দেশ এবং যেখানে অন্যতম কর্মসংস্থানের সুযোগের উৎস, তাদের চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ নেয় যায় তা আলোচনা করা হয়েছে[৭]। প্রাসংগিক তথ্য ২ ও ৩ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে পোশাক ও বস্ত্র বাজারের বৈশ্বিক প্রবণতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং জাতীয় পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের তথাকতিথ তৈরী পোশাক (আর এম জি) সেক্টর। অধ্যায়-৪ বাংলাদেশের তিনটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে গভীরতা পেয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল প্রশ্ন তৈরী করা ও উত্তরণ প্রক্রিয়ার সময় যে সকল চ্যালেঞ্জসমূহ আসবে তার সমাধান করা।। অধ্যায়-৫ এর মাধ্যমে কতিপয় ফিনিশ পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরের কোম্পানীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে উত্তরণের (transition) অন্য একটি প্রেক্ষিত উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনটির সারাংশ অধ্যায়-৬ এ দেয়া হয়েছে। পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের উত্তরণের (transition) নিশ্চিতকরণের সুপারিশসমূহ অধ্যায়-৭ এ বর্ণিত আছে। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় সুযোগ-৩ এর আওতাধীন মূল ধারা হিসাবে গণ্য, কিন্ত কখনো কখনো ১ ও ২ এর সুযোগের আওতায় গ্যাস নি:স্মরণ সুযোগ-৩ এর মত গুরুত্ব দেয়া হয়।[৮]

২. পোশাক ও বস্ত্রখাতে পরিবর্তনের হাওয়া

বৈশ্বিক পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে বিভিন্ন ধরণের প্রবণতা রয়েছে যার প্রভাব বাংলাদেশের মত দেশের শ্রমিকের উপর পড়তে পারে। প্রথমত: অব্যাহত মূল্যের প্রতিযোগিতা কম উৎপাদন খরচের দেশে সরবরাহ চেইনকে নিয়ে যেতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ: আফ্রিকার দেশ ইথোপিয়া। [৯]দ্বিতীয়ত: প্রযুক্তির অগ্রগতি (যেমন- স্বয়ংক্রিয়তা) বর্তমানের পোশাক উৎপাদনকারি দেশগুলোতে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাওয়ার দিকে ধাবিত করছে। [১০]তৃতীয়ত: টেকসই উৎপাদনের জন্য অধিক চাহিদা বাড়ছে, এর অর্থ হচ্ছে এর বাইরেও ক্রেতারা এমন উৎপাদককে খুঁজছে যারা সরবরাহ চেইনে নি:সরণ কমাবে এবং বৃত্তাকার সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে,নির্ভেজাল

5 Finnwatch, 2022, Life after fast fashion, available online: https://finnwatch.org/images/pdf/Life_after_fast_fashion.pdf; in Finnish, see also: Finnwatch, 2021, Yritysten vastuu ilmastosta ja oikeudenmukaisesta siirtymästä, available online: https://finnwatch.org/fi/julkaisut/oikeudenmukainen-siirtyma

6 For definitions of net zero see for example UN, 2022, Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions, available online: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-levelexpertgroupupdate7.pdf

7 See chapter 2 of this report.

8 Finnwatch, 2022, Life after fast fashion, p. 18, available online: https://finnwatch.org/images/pdf/Life_after_fast_fashion.pdf

9 SGT, 2022, Textile Industry In Ethiopia: Apparel's Newest Sourcing Hub?, https://www.sgtgroup.net/textile-industry-in-ethiopia-apparels-newest-sourcing-hub/ (viewed on November 8th, 2022)

10 Centre for Policy Dialogue , 2019, New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises, p. 17, available online: http://rmg-study.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-New-Dynamics-in-Bangladeshs-Apparels-Enterprises.pdf

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহৃত পোশাক যারা ব্যবহার করবে তারা প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা পাবে।[১১]এখনো এই প্রবণতা নবজাতক পর্যায়ে রয়েছে, আইএলও'র সাম্প্রতিক অনুমান বলছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পোশাক ও বস্ত্র রপ্তানীতে ২০১৫ সালে এশিয়ার ভাগ ছিল ৫৮% এবং এটা বর্তমানে নেমে ৫৫% হয়েছে। এটা অনুমান করা হচ্ছে যে, এই তিন শতাংশ কমে যাওয়া প্রধানত: ইউরোপে হয়েছে কেননা অন্যান্য অঞ্চল থেকে রপ্তানী অব্যাহত ছিল। আইএলও'র মতে, এই কমে যাওয়ার কারণ উৎপাদন খরচ কম এমন অঞ্চলে চলে যাওয়ার জন্য নয় বরং এই বছরগুলোতে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলো এশিয়ার জায়গা দখল করছে তার নিদর্শন[১২]। এখানে বাংলাদেশের পোশাক সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী বাজার স্থানান্তরের একটি ফন্দি করছে। গত মার্চ ২০২২ সালে ইউরোপীয়ান কমিশন তাদের টেকসই বৃত্তাকার বস্ত্র শিল্পের কৌশলের উপর একটি বার্তা প্রকাশ করেছে। এই দলিলে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করা হয়েছে।[১৩]

আগামী ২০২৩ সালে ইউরোপের বাজারে উৎপাদিত বস্ত্র হতে হবে দীর্ঘ আয়ুপ্রাপ্ত ও পূন:ব্যবহারযোগ্য, বিশেষ করে বৃহৎ আকারে পূণ:ব্যবহৃত সূতা ব্যবহার, বিপদজ্জনক পদার্থ মুক্ত এবং সামাজিক অধিকার ও ভাল পরিবেশে উৎপাদিত হতে হবে। ভোক্তারা উচ্চমান সম্পন্ন সাশ্রয়ী বস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সুবিধা পাবে, ফাস্ট ফ্যাশন বর্তমানে তার জায়গা হারিয়েছে, আর্থিকভাবে লাভজনক পূণ:ব্যবহারযোগ্য ও মেরামত সেবা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। একটি প্রতিযোগিতামূলক, স্থিতিশীল, নতুন উদ্ভাবনী বস্ত্র সেক্টরের উৎপাদকরা ভ্যালু চেইনের আলোকে তাদের পণ্য উৎপাদন করতে ও এমনকি উৎপাদিত বর্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকবে। বৃত্তাকার বস্ত্র শিল্পে ইকো সিষ্টেম সমৃদ্ধ হচ্ছে, যখন তুলা উৎপাদনের জমি পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে ও চাষাবাদের জমি কমে যাচ্ছে তখন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে অর্জিত সূতা ও পূণ:ব্যবহারযোগ্য সূতার ব্যবহারের দিকে বস্ত্র শিল্প ধাবিত হচ্ছে।

এই উদ্যোগের ছয়টি পদক্ষেপ হচ্ছে :

১। স্থায়িত্ব, পুনর্ব্যবহারযোগ্য, মেরামতযোগ্য, সূতা থেকে সূতার পূণ:ব্যবহারযোগ্যতা ও বাধ্যতামূলক পূণ:ব্যবহারযোগ্য সূতা বিষয়ে বাধ্যতামূলক ইকো নকশা গ্রহণ করতে হবে।

২। একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা এবং অবিক্রিত ও ফেরৎ বস্ত্র ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার জন্য সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

৩। বাধাই নকশার সময় মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা করা।

৪। পরিবেশ ও পণ্যের সার্কুলারের উপর তথ্য পণ্যের ডিজিটাল পাসপোর্টের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে দেয়া প্রয়োজন।

৫। সকল ধরণের পরিবেশগত দাবীর জন্য সর্বনিম্ন মানদন্ড নির্ধারণ।

৬। পূণ: ব্যবহার ও বস্ত্রের বর্জ পুনর্ব্যবহারের জন্য উৎপাদকদের দায়িত্ব বর্ধিত করা প্রয়োজন।

বাস্তবে, এই কৌশল বাস্তবায়ন হবে বিভিন্ন ধরণের আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন টেকসই উৎপাদন সংক্রান্ত লিখিত আইনের জন্য ইকো ডিজাইন, অন্যায্যভাবে বানিজ্যি পরিচালনা বন্ধের নির্দেশাবলী এবং বর্জ ব্যবস্থাপনার কাঠামোর জন্য নির্দেশাবলী।[১৪]

বস্ত্র শিল্পের জন্য তৈরী কৌশলপত্রে কেবলমাত্র পরিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে বেশী দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে অবহেলা করা হয়েছে।[১৫]যাইহোক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মানবাধিকার বিষয়গুলো দেখার

[11] Quantis, 2018, Measuring Fashion: Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries Study, p. 43, available online: https://quantis-intl.com/wp-content/uploads/2018/03/measuringfashion_globalimpactstudy_full-report_quantis_cwf_2018a.pdf

[12] ILO, 2022, Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector: Data and policy insights for the future of work, p. 3, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848624.pdf

[13] European Commission, 2022, Communication: EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, p. 2–3, available online: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles_en

[14] European Commission, 2022, Communication: EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, p. 3–7, available online: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12822-EU-strategy-for-sustainable-textiles_en

[15] EEB, 2022, Textile strategy contains green ambition but forgets workers from the equation, https://eeb.org/textile-strategy-contains-green-ambition-but-forgets-workers-from-the-equation/ (viewed on November 17th, 2022)

জন্য আলাদা নীতিমালা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়ার জন্য আসন্ন কর্পোরেট টেকসই ডিউ ডিলিজেন্স এর নির্দেশাবলী (CSDDD)। [১৬]সিসিডিডিডি প্রধানত: অনেক বড় বড় কোম্পানীর ও তাদের সাবসিডিয়ারীর জন্য সর্বনিম্ন পর্যায়ের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিবে যাতে তাদের ভ্যালু চেইন ও পরিচালনার কার্যক্রমে পরিবেশ ও মানাবাধিকারের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে। কমিশনের আইনের প্রস্তাব অনুযায়ী, বৃহৎ কোম্পানীগুলোকে বৈশ্বিক উষ্ণতার ১.৫ ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখতে উত্তরণের (transition) জন্য পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে ব্যবসায়িক মডেল ও কৌশল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, তবে জলবায়ু পরিবর্তন যদি তাদের জন্য 'প্রধান ঝুঁকি' হয় তাহলে গ্যাস নি:সরণের মাত্রা হ্রাস করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে হবে। কমিশনের প্রস্তাব লেখার সময় এটার উপর ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ও কাউন্সিল কর্তৃক বিতর্কিত হয়েছে।[১৭] সহ-বিধায়কদের দ্বারা অনুমোদন ও নির্দেশাবলী দেয়ার পূর্বে কমিশন মূল প্রস্তাবের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তার জন্য আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করবে। কমিশনের প্রস্তাবে গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরকে উচ্চঝুঁকির সেক্টর হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে আরও অধিক সংখ্যক গার্মেন্টস ও বস্ত্র কোম্পানী এই নির্দেশাবলীর আওতায় আসবে, যদি সেগুলো উচ্চঝুঁকিসম্পন্ন না হয়ে থাকে।

ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলোকে তাদের উত্তরণের (transition) পরিকল্পনা ও ১,২,ও ৩ এ আলোকে নি:সরণ এবং কয়লা, তেল ও গ্যাস সংক্রান্ত কার্যাবলীর উপর নতুন কর্পোরেট টেকসই প্রতিবেদন নির্দেশাবলীর (CSRD)[১৮] আলোতে প্রতিবেদন দিতে দায়বদ্ধ। কমিশন পরে নির্দেশ দিয়েছে ইএফআরএজি (EFRAG) থেকে টেকনিকাল পরামর্শ নিয়ে ইউরোপীয়ান টেকসই প্রতিবেদনের একটি মান তৈরী করতে।[১৯] টেকসই প্রতিবেদন অনুযায়ী বিভিন্ন অংশীদার ও বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য ও তুলনামূলক তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ নিশ্চিত করবে। এখানে দু'ধরণের মান থাকবে: অনির্দিষ্ট সেক্টর ও নির্দিষ্ট সেক্টর । বস্ত্র শিল্পেরে নিজস্ব মান থাকবে। সিএসআরডি কেবলমাত্র প্রতিবেদন দেয়ার জন্য দায়বদ্ধ হবে, এটার অর্থ হচ্ছে কোম্পানী যদি উত্তরণের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ না করে থাকে সেজন্য তাকে দায়বদ্ধ করা যাবেনা। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পোশাক রপ্তানীর বাজার ফাষ্ট ফ্যাশন থেকে টেকসই ও অধিক বৃত্তাকার ও খুব সম্ভব স্থানীয় পর্যায়ের সরবরাহ চেইনের দিকে চলে যাওয়ার পর্যায়ে রয়েছে,সেখানে একটি প্রশ্নের উদয় হচ্ছে যে, এই সেক্টরে কর্মরত লাখ লাখ শ্রমিকের ভবিষ্যত কি হবে।

৩. জলবায়ুর প্রভাবে বস্ত্রখাতের পরিবর্তন ও উত্তরণে (transition) বাংলাদেশ অগ্রভাবে রয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীকারক দেশ [২০]এবং এই সেক্টরের রপ্তানী বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত বর্ধনশীল, এখনো দেশটি গরীব ও উন্নয়নশীল, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে ইতিমধ্যে তারা সমস্যায় ভুগছে এবং পরিস্থিত খারাপ হচ্ছে।[২১] ষোল কোটির উপরের জনসংখ্যার জন্য জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় জরুরীভাবে কর্মসূচী গ্রহণ

[16] For more information see https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-sustainability-due-diligence_en

[17] The Council agreed on its position to the Commission proposal in December 2022, see https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/council-adopts-position-on-the-corporate-sustainability-reporting-directive-csrd/

[18] Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting, available at http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj

[19] The first set of EFRAG's European sustainability reporting standards is available at https://www.efrag.org/Meetings/2211141505388508/EFRAG-SRB-Meeting-15-November-?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (viewed on 29th November, 2022)

[20] WTO, WTO Data Service, available online: https://stats.wto.org/

[21] Goosen et al., 2018, Nationwide Climate Vulnerability Assessment in Bangladesh, available online: https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf

প্রয়োজন, বাংলাদেশের মত দেশগুলো বৈশ্বিক অর্থনীতি ও ফাষ্ট ফ্যাশন থেকে অধিক টেকসই ব্যবসায়িক মডেলে উত্তরণের জন্য পোশাক ও বস্ত্র শিল্প অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।[২২]

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, শ্রমিক ও রাষ্ট্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের প্রবণতা ও আগত উত্তরণ (transition) বিষয়ের চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে গবেষণার পটভূমি ও সাক্ষাৎকারের ফলাফল দেয়া হয়েছে যা অধ্যায়-৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি গার্মেন্টস শিল্পের উপর নির্ভরশীল

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ যা বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জনবহুল দেশ। [২৩]মাথা পিছু জিডিপি আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ অন্যতম গরীব দেশ। [২৪]এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অনুমান করছে যে, ২০২২-২০২৩ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭% হারে বৃদ্ধি পাবে। একই ধরণের প্রবৃদ্ধি বিগত বছরগুলোতেও সমানভাবে হয়েছে কেবলমাত্র ২০২০ সাল ছাড়া, ঐ সময়ে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে প্রবৃদ্ধি ৩% কমে গিয়েছিল।[২৫]

পোশাক ও বস্ত্র শিল্প, বিশেষ করে তথাকথিত তৈরী পোশাক (RMG) সেক্টর, বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের কৌশল হচ্ছে অদক্ষ শ্রমিকদের কম মজুরী দিয়ে কম মূল্যে পোশাক তৈরী করে ক্রেতার নিকট বিক্রির প্রস্তাব দেয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ ভিয়েতনামের সাথে প্রতিযোগিতা করছে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানীর দেশ হওয়ার জন্য, চায়না বিশ্বে এক নম্বর রপ্তানীর দেশ। যখন অন্যান্য বস্ত্র বিবেচনায় আনা হচ্ছে তখন জার্মানী ও ইতালি বাংলাদেশকে অতিক্রম করছে[২৬]। পোশাক শিল্পের উপর বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হওয়ার ফলে বিশ্ব পোশাক বাজারে পরিবর্তন আনতে পারছেনা।[২৭] বিশ্ব ব্যাংক পোশাক শিল্পের উপর নির্ভরতা কমিয়ে অন্যান্য বিকল্প রপ্তানী পন্য তৈরীর জন্য বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য বলেছে।

পোশাক ও বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের উৎপাদন শিল্পে এখনো অর্ধেক মূল্য সংযোজন করছে [২৮]এবং বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর প্রায় ৮৬% (বাংলাদেশের মোট রপ্তানীর মধ্যে এককভাবে পোশাকখাতই রপ্তানী করছে ৮২%)[২৯]। রপ্তানীর বড় অংশ ইউরোপের বাজারে যাচ্ছে (প্রায় ৬২% রপ্তনী মূল্য), কিন্ত আশংকা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে ইউরোপে এই রপ্তানী ভিয়েতনামের সাথে অধিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে, কেননা ভিয়েতনাম এই সেক্টরে বড় রপ্তানীকারক- এছাড়াও ২০১৯ সালে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে অগ্রাধিকারমূলক

[22] World Bank, Population, total – Bangladesh, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD (viewed on September 13th, 2022)
[23] World Bank, Population, total, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?most_recent_value_desc=true (viewed on September 16th, 2022)
[24] World Bank, GDP per capita, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?most_recent_value_desc=false (viewed on September 16th,2022)
[25] Asian Development Bank, GDP Growth Rate, Asian Development Outlook 2022, https://data.adb.org/dataset/gdp-growth-asia and-pacific-asian-development-outlook (viewed on September 14th, 2022)
[26] WTO Stats, https://stats.wto.org/ (viewed on October 19th, 2022)
[27] World Bank, The World Bank In Bangladesh, https://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1 (viewed on September 16th, 2022)
[28] World Bank, Textiles and clothing (% of value added in manufacturing),https://data.worldbank.org/indicator/NV.MNF.TXTL.ZS.UN?most_recent_value_desc=true (viewed on October 7th, 2022)
[29] Export Promotion Bureau, 2022, Monthly Summary Sheet 2021-2022 For The Month of July-June 2021-22, available online:http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/-

বানিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। [৩০]এই বানিজ্য চুক্তি ২০২০ সালে কার্যকর হয়েছে। [৩১]বাংলাদেশ অবশ্য স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ২০২৬ সালে উন্নীত হবে। [৩২]স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে অস্ত্র ছাড়া সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত, কোটামুক্ত সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হচ্ছে সেক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বানিজ্যিক সুবিধা পেতে হলে তাকে সুনির্দিষ্ট মানদন্ড পূরণ করতে হবে, বিশেষ করে শ্রম ও পরিবেশ সুরক্ষায়।[৩৩]

বিশ্ব ব্যাংক অনুমান করছে ২০২১ সালে বাংলাদেশের শ্রম শক্তির পরিমান ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ ৮০ হাজার[৩৪]। শ্রম শক্তির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ (২০১৬ সালে ছিল প্রায় ৩৭ শতাংশ), পুরুষের তুলনায় কম ছিল । বিশ্ব ব্যাংকের মতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়মের বেড়াজালের কারণে তাড়াতাড়ি বিয়ে, জেন্ডারভিত্তিতে বাড়ীর কাজের দায়িত্ব বন্টন, বাইরে বের হওয়ার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি [৩৫]। পোশাক ও বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।[৩৬]

২০১৯ সালে কর্মক্ষম শ্রমিকের ৪০.৪ শতাংশ সেবা খাতে, ৩৮.৩ শতাংশ কৃষিতে, বাকী ২১.৩ শতাংশ শিল্পে নিয়োজিত ছিল এবং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক ছিল পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরে[৩৭]। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্রমিক অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত: আনুমানিকভাবে যা ৩৫ থেকে ৮৮ শতাংশ[৩৮]। পোশাক শিল্পের মত প্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। [৩৯]

কোভিড-১৯ অতিমারির পূর্বে ২০১৩-২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ছিল ৪.৩-৪.৪ শতাংশ। অতিমারির সময়ে এই হার বেড়ে যায় যা ২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৪ ও ২০২১ সালে হয় ৫.২। মোট কর্মক্ষম শ্রম শক্তির বিবেচনায় এক শতাংশ শ্রমিক বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আনুমানিক ৭ লাখ শ্রমিক এই অতিমারির সময় নতুনভাবে বেকার হয়েছে। বেকারের সংখ্যা বিবেচনা করা হয় কাজের জন্য উপযুক্ত শ্রম শক্তি প্রস্তুত রয়েছে, কিন্ত কাজ পাচ্ছেনা, পুরুষের তুলনায় নারী শ্রমিক বেকার প্রায় দ্বিগুণ (২০২১ সালে নারী শ্রমিকের বেকারত্ব প্রায় ৭.৯ শতাংশ) ও অন্যদিকে পুরষের বেকারত্ব (২০২১ সালে পুরুষ শ্রমিকের বেকারত্ব প্রায় ৪.১ শতাংশ),

[30] McKinsey, 2021, What's next for Bangladesh's garment industry, after a decade of growth?https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/whats-next-for-bangladeshs-garment-industry-after-a-decade-of-growth (viewed on October 19th, 2022)

[31] International Trade Administration, 2021, Vietnam – Country Commercial Guide: Trade Agreements, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-trade-agreements (viewed on November, 10th 2022)

[32] UN, Bangladesh graduation status, https://www.un.org/ldcportal/content/bangladesh-graduation-status (viewed on November 29th, 2022)

[33] For more information about the EU's generalised scheme of preferences, see https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/generalised-scheme-preferences_en

[34] World Bank, Labor force, total – Bangladesh, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=BD (viewed on September 14th, 2022); World Bank, Unemployment, total – Bangladesh,https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=BD (viewed on September 14th, 2022)

[35] World Bank, 2021, Bangladesh Social Protection Public Expenditure Review, p. 34, available online:https://documents1.worldbank.org/curated/en/829251631088806963/pdf/Bangladesh-Social-Protection-Public-Expenditure-Review.pdf

[36] Finnwatch, Menetetty vallankumous, 2012, see for example page 15, available in Finnish at:https://finnwatch.org/images/pdf/bangladeshweb.pdf

[37] Statista, Bangladesh: Distribution of employment by economic sector from 2009 to 2019,https://www.statista.com/statistics/438360/employment-by-economic-sector-in-bangladesh/ (viewed on September 14th, 2022)

[38] World Bank, 2017, Bangladesh Jobs Diagnostic, p. 70, available online:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28498

[39] Yeasin, H., 2022, Informal Sector and Economic Growth in Bangladesh, available online:https://www.researchgate.net/publication/357983166_Informal_Sector_and_Economic_Growth_in_Bangladesh

[৪০]যেহেতু কর্মক্ষম জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই বর্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে নতুন চাকুরীর সুযোগ তৈরী হলেও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেতে পারে এসবের উপর ভিত্তি করে।[৪১]

করোনা ভাইরাস অতিমারির দু'যুগ পূর্বে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাসের হার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হার অনুযায়ী মোটামুটি কমাতে সক্ষম হয়েছে। [৪২]যাইহোক, জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ এখনো দারিদ্র সীমার সামান্য উপরে রয়েছে। অতিমারি এদের অনেককে দারিদ্র সীমার নীচে নিয়ে আসছে, বিশেষ করে ২০২০ এর বসন্তের সময়। একটি জরিপে আনুমানিকভাবে বলা হচ্ছে যে, শ্রমিকের একটি বিরাট অংশ তাদের আয় হারিয়েছে এবং সঞ্চয় ভেংগেছে ও ঋণের উপর ভরসা করেছে। এটা অনুমান করা হচ্ছে যে গৃহে মানুষের জীবনযাত্রা দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে গেছে ২০২০ সালে দ্বিগুণ হয়েছে। [৪৩]

অতিমারির কারণে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের রপ্তানী সাময়িকভাবে কমে গেছে[৪৪]। পুনরুদ্ধার দ্রুত হয়েছে, যা ২০২১-২০২২ সালে রেকর্ড পরিমান ৪৪.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং এক বছরে তা ১৯.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানী ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটজনিত কারণে এই বৃদ্ধি একটু নীচের দিকে চলে গেছে।[৪৫]

বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে প্রায় ৪৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে[৪৬], এবং এর মধ্যে প্রায় (৩৬ লাখ[৪৭]) লোক তৈরী পোশাক সেক্টরে কাজ করে। এছাড়াও আনুমানিক ৯ লাখ ৬০ হাজার লোক পরোক্ষভাবে এই শিল্পের কাজের সাথে অতিরিক্ত যুক্ত রয়েছে। [৪৮]শিল্পের চাকুরীতে নিযুক্ত চাকুরীর প্রায় ৫৪% শ্রমিক পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে[৪৯]। অনুমান করা হচ্ছে যে, ২০১৫ সালে

---

[40] World Bank, Labor force, total – Bangladesh, https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=BD (viewed on September 14th, 2022); World Bank, Unemployment, total – Bangladesh,https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=BD (viewed on September 14th, 2022)

[41] BILS, 2021, The World of Work amid Covid Pandemic in Bangladesh: Trade Unions' Strategic Action Priorities, p. 8, available online:http://bilsbd.org/wp-content/uploads/2021/10/World-of-Work-amid-Covid_TU-Strategic-Actions_April-2021_Revised.pdf

[42] World Bank, 2020, Poverty & Equity Brief: Bangladesh, available online:https://databankfiles.worldbank.org/data/download/poverty/33EF03BB-9722-4AE2-ABC7-AA2972D68AFE/Global_POVEQ_BGD.pdf

[43] SANEM, 2021, COVID -19 Fallout on Poverty and Livelihoods in Bangladesh, available online:https://sanemnet.org/wpcontent/uploads/2021/12/SANEM-HH-Survey-Report-2021.pdf

[44] Boudreau & Naeem, 2021, The Economic Effects of COVID-19 on Ready-made Garment Factories in Bangladesh,https://pedl.cepr.org/publications/economic-effects-covid-19-ready-made-garment-factories-bangladesh (viewed on October 19th, 2022); The Financial Express, 2020, RMG export earnings in July 1-18 total $1.57b,https://thefinancialexpress.com.bd/economy/rmg-export-earnings-in-july-1-18-total-157b-1595218398 (viewed on October 19th, 2022)

[45] Fiber2Fashion, 2022, Bangladesh's garment exports growth slows to 16.61% in July 2022,https://www.fibre2fashion.com/news/apparel-news/bangladesh-s-garment-exports-growth-slows-to-16-61-in-july-2022282345-newsdetails.htm (viewed on October 11th 2022); Al Jazeera, 2022, Bangladesh's garment sector faces energy, demand crises, https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/2/bangladeshs-garment-sector-faces-energy-demand-crisis (viewed on November 8th, 2022); New Age Bangladesh, 2022, RMG exporters in Bangladesh fret over worsening power crisis,https://www.newagebd.net/article/183423/rmg-exporters-in-bangladesh-fret-over-worsening-power-crisis (viewed on November 8th, 2022)

[46] World Bank, 2017, Bangladesh Jobs Diagnostic, p. 69–71, available online:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28498

[47] Centre for P olicy D ialogue, 2019, New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises, p. 72, available online: http://rmgstudy.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-New-Dynamics-in-Bangladeshs-Apparels-Enterprises.pdf

[48] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 26, available online:https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[49] World Bank, 2017, Bangladesh Jobs Diagnostic, p. 69–71, available online: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28498

প্রায় ৭০০০ পোশাক কারখানা ছিল,[৫০]কিন্তু একত্রীকরণের কারণে এই সংখ্যা ৪০০০-এ নেমে এসেছে[৫১]। তথাপি সার্বিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।অধিকাংশ উৎপাদন ঘরোয়া পর্যায়ের মালিকানায়, ছোট ও মাঝারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পোশাক ব্র্যান্ডের নিকট সিএমটি ("cut, make and trim") -এর ভিত্তিতে সরবরাহ করে[৫২]। কারণ অন্যান্য উৎপাদনকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা রয়েছে, পন্য উৎপাদন ও সরবরাহের সময় কম দেয়া হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তীব্র উৎপাদন খরচের প্রতিযোগিতা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এই খাত অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই খাতকে হ্রাসকৃত হারে কর সুবিধা দিয়ে সাহায্য করা হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন নিবন্ধিত কোম্পানীকে ২২.৫ হারে কর প্রদান করতে হয় এবং অনিবন্ধিত কোম্পানীকে ৩০% কর দিতে হয়, সেখানে তথকথিত সবুজ কারখানাকে মাত্র ১০% ও সবুজ নয় এমন কারখানাকে মাত্র ১২% কর দিতে হয়।[৫৩] অন্যান্য বস্ত্র শিল্পকে ১৫% কর দিতে হয়[৫৪]। বাংলাদেশ উদারভাবে অনেক শিল্পকেই কর অব্যাহতি দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে খাদ্য[৫৫] ও অটোমোবাইল শিল্প গ্রীষ্মকালে এই কর অব্যাহতির সুবিধার আওতায় চলে এসেছে।[৫৬]বাংলাদেশে অবশ্য বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য আটটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, যাদেরকে অতিরিক্ত কর রেয়াত সুবিধা, কোম্পানীকে সহজ অনুমতি প্রদান প্রক্রিয়া ও শুল্ক অব্যাহতি দেয়া হয়[৫৭]। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে, শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়ন, উদাহরণস্বরূপ, যৌথ দরকষাকষির অধিকার দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় খারাপ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৮]

ব্যবসাতে এ ধরণের ভর্তুকি ও কর আরোপের বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে বৃহৎ ধূসর অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে এবং কর রাজস্ব আহরণের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্থ করছে, যার ফলে দেশের জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় অর্থ বিনিয়োগ বাধাগ্রস্থ হবে। বাংলাদেশে কর আইনের অনেক ঘাটতি আছে যা কর ফাঁকি রোধ মোকাবিলা করতে পারছেনা। উদাহরণস্বরূপ, সুদ কমানোর কোন সীমা নেই বা বিদেশী কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা (CFC rules) নেই[৫৯]। সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি বিদ্যমান, এবং বাংলাদেশ ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক

[50] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 18, available online: https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[51] Trade association BGMEA states 4,500 member factories on its website (BGMEA, About us, https://bgmea.com.bd/page/aboutus, viewed on October 19th, 2022), but in 2019 the number of operational factories was estimated as low as 3,856 (Centre for Policy Dialogue, 2019 , New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises, p. 72, available online: http://rmg-study.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-New-Dynamics-in-Bangladeshs-Apparels-Enterprises.pdf).

[52] ILO, 2022, Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector: Data and policy insights for the future of work, p. vii ja 8, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848624.pdf

[53] Daily Star, 2022, Garment or non-garment -- same tax rates for all export industries, https://www.thedailystar.net/special-events/budget-2022-23/news/garment-or-non-garment-same-tax-rates-all-export-industries-3043271 (viewed on November 9th, 2022)

[54] Textile Today, 2022, 15% corporate tax for textile sector till 2025, https://www.textiletoday.com.bd/15-corporate-tax-textile-sector-till-2025/ (viewed on November 9th, 2022)

[55] The Financial Express, 2021, Agro-based industries get 10-year tax exemption,https://www.thefinancialexpress.com.bd/economy/agro-based-industries-get-10-year-tax-exemption-1622741148 (viewed on November 19th, 2022)

[56] Daily Star, 2021, Tax holiday to boost local manufacturing of automobiles, https://www.thedailystar.net/business/news/tax-holiday-boost-local-manufacturing-automobiles-2106901 (viewed on November 19th, 2022)

[57] BEPZA, At a glance, https://www.bepza.gov.bd/content/at-a-glance (viewed on November 19th 2022)

[58] ITUC, 2022, We Need a Better Bangladesh, p. 11, available online: https://www.ituc-csi.org/we-need-a-better-bangladesh-report

[59] Deloitte, 2022, International Tax Bangladesh Highlights 2022, available online: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-bangladeshhighlights-2022.pdf

ট্রান্সপেরেন্সির দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৪৭ তম। [৬০]দুর্নীতি এখনই উত্তরণ (just transition) বাস্তবায়নের পথে বাধা বলে বিশ্বাস করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ: দায়িত্বশীলতার সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের তহবিলের ব্যবহার।[৬১]

৩.২ বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরশীল এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভুগছে

বর্ধনশীল অর্থনীতির জন্য জ্বালানীর প্রয়োজন এবং যতদূর মনে হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অব্যাহত বিকাশ জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই এগোচ্ছে। বিশেষ কওে, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, যা বাংলাদেশের জ্বালানী চাহিদার অর্ধেক পূরণ করে। পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের তিন চতুর্থাংশ চাহিদা পূরণ করে প্রাকৃতিক গ্যাস। [৬২]

নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার আস্তে আস্তে বাংলাদেশে বাড়ছে। বর্জ্য থেকে ও জৈব জ্বালানী দীর্ঘমেয়াদে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানীর উৎস, যা শতকরা মাত্র ৫ ভাগ পূরণ করছে, কিন্তু আধুনিক নবায়নযোগ্য জ্বালানী যেমন- সোলার ও বায়ু থেকে জ্বালানী উৎপাদন এখনো কম গুরুত্বপূর্ণ। জৈব জ্বালানী ও বর্জ থেকে জ্বালানী বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ঘরের কাজে ব্যবহার হচ্ছে (যেমন- রান্নার কাজে), নবায়ানযোগ্য জ্বালানী বাংলদেশে শতকরা ১ ভাগের কম ব্যবহার হচ্ছে[৬৩], বিদ্যুৎ সরবরাহে সোলার বিদ্যুৎকে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানে ব্যবহার হচ্ছে (যেমন- ছাদের উপর সোলার পদ্ধতি) কিন্তু গ্রিডভিত্তিক সোলার স্থাপনের জন্য জমি ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অভাবে তা ধীর গতিতে এগোচ্ছে। পাশাপাশি, নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিশেষ করে সোলার ও বায়ু থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিরতিহীনভাবে সরবরাহের জন্য আনুপাতিক হারে বিদ্যুৎ গ্রিডের আধুনিকিকরণ প্রয়োজন[৬৪]। যদিও বর্তমানে কোনো পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নেই, তবে দুটি রিএ্যাক্টর নির্মাণ পর্যায়ে রয়েছে। [৬৫]যখন জৈব জ্বালানীর উপর নির্ভর করে জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, কার্বন নি:সরণ কমানোর মাত্রা নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে, যেহেতু মাথা পিছু জ্বালানীর ব্যবহারও কম।[৬৬]

এটা অনুমান করা হচ্ছে যে, পোশাক সেক্টরে বিদ্যুৎ সরাবরাহ মাত্র ১৫%, যা বস্ত্র শিল্পে ৫%-এরও কম। কারণ স্বচ্ছ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ধীরগতির কারণে কার্বন নি:সরণের প্রভাব খুব সামান্য, মূলত পোশাক শিল্প ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কারখানাগুলোতে জ্বালানী দক্ষতার উন্নয়নের বিষয়গুলো এবং যে সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে নি:সরণ কমানো যাবে তা সনাক্ত হয়েছে।[৬৭]

রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে জ্বালানী সংকট দেখা দিয়েছে, এই যুদ্ধ এটা স্পষ্ট করেছে যে, জৈব জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা উৎপাদন বাধাগ্রস্থ করতে পারে। মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে

[60] Transparency International, Corruption Perceptions Index 2021, https://www.transparency.org/en/cpi/2021 (viewed on November 19th, 2022)
[61] Transparency International, 2021, Corruption and Climate Vulnerability – A Devastating Relationship, https://www.transparency.org/en/blog/corruption-and-climate-vulnerability-a-devastating-relationship (viewed on November 19th, 2022)
[62] Green Climate Fund, 2020, Promoting private sector investment through large scale adoption of energy saving technologies and equipment for Textile and Readymade Garment (RMG) sectors of Bangladesh, p. 11 and 14, available online: https://www.greenclimate.fund/document/promoting-private-sector-investment-through-large-scale-adoption-energy-saving-0
[63] IEA, Bangladesh, https://www.iea.org/countries/bangladesh (viewed on September 29th 2022)
[64] For more, see: IISD, 2022, Could the Energy Crunch in Bangladesh Have Been Avoided?,https://www.iisd.org/articles/explainer/could-energy-crunch-bangladesh-have-been-avoided (viewed on October 3rd, 2022)
[65] World Nuclear News, 2022, Containment dome in place at Rooppur 2, https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Containment-dome-in-place-at-Rooppur-2 (viewed on September 29th, 2022)
[66] IEA, Bangladesh, https://www.iea.org/countries/bangladesh (viewed on September 29th, 2022)
[67] Green Climate Fund, 2020, Promoting private sector investment through large scale adoption of energy saving technologies and equipment for Textile and Readymade Garment (RMG) sectors of Bangladesh, p. 11 and 14, available online: https://www.greenclimate.fund/document/promoting-private-sector-investment-through-large-scale-adoption-energy-saving-0

দেয়ার পরিকল্পনা ও বিদ্যুতের উচ্চ মূল্যের কারণে ইতিমধ্যেই উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে[৬৮]। এছাড়াও তীব্র জ্বালানী সংকট, জৈব জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা আগামী দশকগুলোতে উত্তরণের (transition) জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানোর লক্ষ্যে জৈব জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ অবশ্য জলবায়ু সংকটের সম্মুখ সারিতে আছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি কেবলমাত্র স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি তৈরী করছে না (হিট স্ট্রোক, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ও রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাচ্ছে), কিন্তু অত্যধিক গরমের কারণে উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। [৬৯]সাম্প্রতিক সময়ের একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে[৭০], শহরের এলাকায় কেবলমাত্র অত্যধিক গরমের কারণেই স্বাস্থ্য সমস্য সৃষ্টি হচ্ছেনা, শহরের এই গরম পরিবেশে মানিয়ে ও খাপ খাইয়ে নিতে না পারাও অন্যতম কারণ।[৭১]

গত সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, গরমের অবসাদের কারণে রাজধানী ঢাকায় উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়েছে, অস্বাভাবিকভাবে যার প্রভাবকে অসহনীয় বলা হয়েছে, যার কারণ মূলত: শ্রমঘন শিল্পের অর্থনীতি ও পরিবেশ ঠান্ডা রাখার সক্রিয় ব্যবস্থার দুর্বলতা। গরমজনিত কারণে উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার ফলে রাজধানী ঢাকার একজন গার্মেন্টস শ্রমিকের আয় দশভাগ কম হয় এবং এ ধরণের প্রভাব গরম দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আগামীতে দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। ঢাকার শ্রমিকদের সুরক্ষায় উষ্ণতা বৃদ্ধি সমস্যা মোকাবেলায় প্রস্তাবিত সমাধান অবকাঠামোগত পরিবর্তন থেকে শুরু করে (যেমন- ছাদের রং যেন প্রতিফলিত হয় বা সবুজ রং), সামাজিক সুরক্ষা জাল যা কিনা জীবিকার উপরে অতিরিক্ত তাপমাত্রার প্রভাবকে নিয়ে কাজ করে সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলে। মাত্রাবিজ্ঞানের ভাল তথ্য পাওয়ার জন্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা।[৭২] এছাড়াও বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৃষ্টির দেশ, বর্ষাকালের সময় দীর্ঘ হচ্ছে, যা এখন ফেব্রুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত । সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি ও বন্যার কারণে ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক ঝড় বেড়ে যাচ্ছে।[73]

চরম আবহাওয়াজনিত ঘটনা ইতিমধ্যে অনেকের জন্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত একটি জরিপের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, করোনার অতিমারির সময়ে দারিদ্র ঝুঁকি তৈরী করেছে। যখন তাদেরকে প্রধান সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে বিশেষ করে মার্চ ও নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত, স্বাস্থ্য সমস্যার কথা না বলে অনেক লোক বলেছে বন্যা, নদীভাংগা বা ক্ষয়ের (এদের সংখ্যা শতকরা ১৩ ভাগ) কথা বলেছে, কেবলমাত্র ১ ভাগ লোক বলেছে কোভিড-১৯ সংক্রমনের কথা, ছয় ভাগ বলেছে অন্যান্য অসুখ ও মৃত্যু। সাধারণত: সকলের জন্য প্রধান সমস্যা ছিল দ্রব্য সামগ্রির উচ্চ মূল্য (৫০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন) ও আয় কমেছে (বলেছেন ১৬ ভাগ উত্তরদাতা)[৭৪]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে শ্রম বাজারে ভাংগন দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ- সমুদ্র তীরবর্তি এলাকায় বন্যা হলে জমি লবনাক্ত হয়ে যেতে পারে, যাতে কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, জীবনহানি হতে পারে ও মানুষ অন্য এলাকায় চলে যেতে

---

[68] Al Jazeera, 2022, Bangladesh's garment sector faces energy, demand crises, https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/2/bangladeshs-garment-sector-faces-energy-demand-crisis (viewed on November 8th, 2022); New Age Bangladesh, 2022, RMG exporters in Bangladesh fret over worsening power crisis, https://www.newagebd.net/article/183423/rmg-exporters-in-bangladesh-fret-over-worsening-power-crisis (viewed on November 8th, 2022)

[69] World Bank, 2021, Climate Afflictions, available online: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36333

[70] Watts et. al, 2021, The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises, available online: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext

[71] Nazarian et. al, 2022, Integrated Assessment of Urban Overheating Impacts on Human Life, available online: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022EF002682

[72] Adrienne Arsht and the Rockefeller Foundation, 2022, Hot Cities, Chilled EconomiesDhaka: Bangladesh, https://onebillionresilient.org/hot-cities-chilled-economies-dhaka/ (viewed on November 10th, 2022)

[73] World Bank, 2021, Bangladesh: Finding It Difficult to Keep Cool, p. ix–x, available online: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36534

[74] SANEM, 2021, COVID -19 Fallout on Poverty and Livelihoods in Bangladesh, p. 34, available online: https://sanemnet.org/wp-content/uploads/2021/12/SANEM-HH-Survey-Report-2021.pdf

পারে। [৭৫]বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন মোট অভিবাসীর মধ্যে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে সবচেয়ে বেশী অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিক কাজ করে[৭৬]। যাইহোক, তা সত্তেও এখনো এই সেক্টরে শ্রমিকের ঘাটতি রয়েছে বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে।[৭৭]

জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত সমস্যা সম্পর্কে একটি আনুমানিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে, যাতে গুরুত্বসহকারে জোর দেয়া হয়েছে, শিক্ষা, প্রযুক্তি, পানি পাওয়া, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যা মোকাবিলা করা যেতে পারে। মানুষের অসহায় অবস্থা মোকাবিলা করার সক্ষমতা বৃদ্ধির বিনিয়োগ খুব দুর্বল পর্যায়ে রয়েছে, একই সময়ে জেন্ডার অসমতা ও দারিদ্র বিমোচনে ভারসাম্যতা আনতে হবে।[৭৮]

৩.৩ সবুজ কারখানায় সবুজ চাকুরি

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকে সবুজ চাকুরি সৃষ্টিতে গুরুত্ব আরোপ করছে[৭৯]। আইএলও ব্যবহৃত একটি সংজ্ঞা অনুযায়ী সবুজ চাকুরী প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক সেক্টরে পরিবেশের প্রভাব কমায়, চূড়ান্তভাবে যা টেকসই পর্যায়ে নিয়ে যায়, পাশাপাশি শোভন কাজের মানের চাহিদা পূরণ করে। [৮০]আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ের কারণে বিদেশী ক্রেতাগণ বাংলাদেশে সবুজ কারখানার দিকে ঝুঁকছে, কিন্তু বাস্তবে এই উচ্চাকাংখা খুবই সীমিত রাখতে হবে কারণ বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের প্রচুর দক্ষতার অভাব রয়েছে। [৮১]সাধারণ ব্যবসার তুলনায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রযুক্তি অনেক উচ্চ মূল্যের কারণে (মধ্যবর্তি ও সরাসরি) তা আর একটি বাধা।[৮২]

বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের উপর পরিবেশের বিরূপ প্রভাব জ্বালানী ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত, যেমন পানি ও রাসায়নিক। একটি বড় কারখানা এই সমস্যা সমাধানের জন্য তথাকথিত সবুজ কারখানা তৈরী করছে। বিজেএমইএ'র মতে সবুজ কারখানা জ্বালানী ব্যবহার প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস করবে এবং পানির ব্যবহার প্রায় ৩০ শতাংশ কমাবে। যার ফলে, রানা প্লাজা দুর্ঘটনা ট্র্যাজেডির পর বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।[৮৩]

---

[75] Solidarity Center, 2020, The Intersection of Climate Change, Migration and Changing Economy, p. 4, available online: https://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2020/07/Bangladesh.Report.The-Intersection-of-Climate-Change-Migration-and-Changing-Economy.-June-2020.pdf

[76] Alam & Mamun, 2022, Dynamics of internal migration in Bangladesh: Trends, patterns, determinants, and causes, available online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8843202/

[77] Daily Star, 2022, Worker shortage a new challenge for RMG, https://www.thedailystar.net/business/economy/news/worker-shortage-new-challenge-rmg-2952581 (viewed on November 11th, 2022)

[78] Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic of Bangladesh and GIZ, 2018, Nationwide Climate Vulnerability Assessment in Bangladesh, p. 165, available online: https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf

[79] For example, the ILO and Bangladesh's Ministry of Labour launched a "Green jobs in Bangladesh" initiative in 2008. See https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/green-jobs/lang--en/index.htm. See also Ministry of Labour and Employment, 2019, A National Jobs Strategy for Bangladesh – Draft for consultation, p. 12

[80] See for example the ILO, 2009, Green Jobs Initiative in Bangladesh: Towards decent work in a sustainable economy, p. 2, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_107554.pdf

[81] ILO, 2018, Skills for Green Jobs in Bangladesh, p. 30, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_694947.pdf

[82] Ibid, p. 64

[83] Dhaka Tribune, October 3rd, 2022, Bangladesh is now a global leader in green factories, https://www.dhakatribune.com/business/2022/10/03/bangladesh-is-now-a-global-leader-in-green-factories (viewed on November 30th, 2022)

লিড সনদপত্র আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সর্বোত্তম সবুজ ভবনের সনদপত্র হিসাবে পরিচিত[৮৪]। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যপত্রের একটি পর্যালোচনা ও মতামত অনুসারে লিড সনদপত্রকে ভবনের জ্বালানী শক্তির দক্ষতার মানদন্ড বলাটা বেশ বিতর্কিত হয়েছে[৮৫]। এটা সেইসব ভবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো লিড সনদপত্রের হিসাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ ধরণের অবস্থায় সনদপ্রাপ্ত ভবনে সবুজ গ্যাস নিঃসরণমাত্রা ও সনদপত্র ছাড়া ভবনে সবুজ গ্যাস নিঃসরণের সম্ভাব্য মাত্রা প্রায় একই রকম থাকে। [৮৬]

লিড সার্টিফিকেশন [৮৭]হল একটি স্কোরিং সিস্টেম যেখানে বিল্ডিংগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগে পয়েন্ট দেওয়া হয়, যেমন- কার্বন নির্গমন, শক্তি, জল, বর্জ্য, পরিবহন, উপকরণ, স্বাস্থ্য এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত গুণমান। [৮৮]লিড মানদণ্ডের সর্বশেষ পূর্ণ সংস্করণ ভি-৪, যা ২০১৩ সালে চালু করা হয়েছিল।[৮৯]

যদিও লিড সনদপত্র সবুজ ভবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসেবে বিবেচিত হয়, ২০০১ সাল থেকে এটি শিল্প উৎপাদনকারি কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে[৯০]। সনদপ্রাপ্ত ভবনটি কারখানা হলে তখন কারখানা ভবনের ও অভ্যন্তরিণ অন্যান্য প্রসেসিং-এর পূর্ণ জ্বালানী শক্তির ব্যবহার উভয় বিষয়ই সনদপত্র দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়। সুতরাং গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে, উদাহরণস্বরূপ, রং করার প্রক্রিয়ার অফ গ্রিড থেকে জৈব জ্বালানী ব্যবহার ও বাষ্প উৎপাদন ব্যবস্থাও সনদপ্রাপ্তির সময় বিবেচনায় রাখা হয়। বাস্তবে সনদপত্র প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার জন্য ভবন ও ভবনের অন্যান্য প্রক্রিয়ার জ্বালানী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয় । অন্যথায় লিড সনদপত্র প্রাপ্তির সর্বনিম্ন পর্যায়ের জ্বালানী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা পূরণ হবেনা। সর্বশেষ লিড সনদপত্র প্রাপ্তির মানদন্ডের আংশিক আপডেট ভি-৪.১ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে,ভবনে সবুজ গ্যাস নিঃস্বরণের জন্য জ্বালানী শক্তি ব্যবহারের সক্ষমতার বাধ্যতামূলক মানদন্ড। [৯১] এছাড়াও রয়েছে জ্বালানী সংরক্ষণের পদক্ষেপ, এটার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহার উৎসাহিত করে। যাইহোক, পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহার সবুজ সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য কোন সর্বনিম্ন মানদন্ডের মাপকাঠি নয়।[৯২]

অনেক সময় পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লিড সনদপত্র প্রাপ্ত কারখানা রয়েছে, যাদের মধ্যে অনেক কারখানা সর্বোচ্চ পর্যায়ে লিড সনদপত্র প্রাপ্ত।[৯৩] গত ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১৭০টি লিড সনদপ্রাপ্ত সবুজ গার্মেন্টস কারখানা রয়েছে যা বাংলাদেশের সর্বমোট গার্মেন্টস কারখানার ৫%[৯৪]। সনদপত্র দেয়ার সময় শিল্পের উৎপাদন সুবিধা, ভবনের নকশা ও ভবন নির্মান বা ভবনের বিদ্যমান সঠিক উৎপাদনের বর্তমান পর্যায় বিবেচনায় নেয়া হয়। [৯৫]বাংলাদেশের অধিকাংশ লিড সনদপত্র প্রাপ্ত সবুজ কারখানা শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থা ও নির্মান পর্যায়ে বিবেচনা প্রসূত[৯৬]। একটি নতুন ভবনকে সনদপত্র প্রদানের সময় ভবন

[84] KPMG, 2018, Bangladesh Tax Profile, p. 4, available at https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/12/bangladesh-2018.pdf

[85] Daily Star, 2022, Garment or non-garment -- same tax rates for all export industries, https://www.thedailystar.net/special-events/budget-2022-23/news/garment-or-non-garment-same-tax-rates-all-export-industries-3043271 (viewed on November 9th, 2022)

[86] Mujib Climate Prosperity Plan, p. 41, available online: https://mujibplan.com/wp-content/uploads/2021/12/Mujib-Climate-Prosperity-Plan_ao-21Dec2021_small.pdf. LEED certification also plays a role in the plan for a new Green Exports Programme.

[87] See https://www.usgbc.org/leed.

[88] Amiri et. al, 2019, Are LEED-Certified Buildings Energy-Efficient in Practice?, p. 11, available online: https://www.researchgate.net/publication/331931393_Are_LEED-Certified_Buildings_Energy-Efficient_in_Practice

[89] Ibid, p. 9

[90] See https://www.usgbc.org/projects/steelcase-wood-furniture-manufacturing-p.

[91] The criteria for energy efficiency vary according to certification scope and between criteria versions. Energy efficiency is, however, always assessed against comparable other buildings.

[92] GBCI Europe, Michelle L. R. Schwarting, email January 19th, 2023

[93] See for example Dhaka Tribune, October 3rd, 2022, Bangladesh is now a global leader in green factories

[94] According to the USGBC, a total of 174 industrial manufacturing projects in Bangladesh were LEED certified as of December 2022. See also https://www.gbig.org/places/77/activities

[95] LEED-criteria for the operations and maintenance of existing buildings.

[96] According to the USGBC, 98 of the industrial manufacturing facilities certified in Bangladesh are certified against the 2009 LEED criteria for new buildings and 22 against the new building criteria version 4.

নির্মাণ শেষ হলে কি পরিমান জ্বালানী শক্তি ভবন ও শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে তার একটি আনুমানিক হিসাবের উপর বিবেচনা করা হয়।

লিড মানদন্ডের উপর ভিত্তি করে ভবনে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থায় কি পরিমান প্রকৃত জ্বালানী শক্তি পুরো ভবনে ব্যবহৃত হয় তা নিয়মিত বিরতিতে পরিমাপ করা হয় । তার মধ্যে রয়েছে ভবনের ভিতরে শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার কি পরিমান জ্বালানী শক্তি ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের এক তৃতিয়াংশের কম লিড সনদ প্রাপ্ত কারখানা তথাকথিত শিল্প উৎপাদন প্রকল্পের মানদন্ডের আলোকে বর্তমান বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে লিড সনদ পত্র দেয়া হয়। [৯৭]আপাততঃ কারখানা ভবন নির্মাণ পর্যায়ে যে লিড সনদ দেয়া হয়েছিল তা উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ের জন্য আলাদা লিড সনদের প্রয়োজন হবে না। যাইহোক, এটা হয়তো ভবিষ্যত মানদন্ডের সংরক্ষণের সময় প্রয়োজন হবে।[৯৮]

লিড সার্টিফিকেশন গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল সেক্টরকে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পরিবেশগত দিক থেকে টেকসই করার ক্ষেত্রে একটি অপর্যাপ্ত সমাধান। একটি কারখানা ভবনকে তার নমুনা ও শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ার কি পরিমান জ্বালানী শক্তির ব্যবহার হচ্ছে তার আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কি পরিমাণ গ্যাস নিঃসরণ হচ্ছে তা বিবেচনায় না নিয়েও লিড সনদপত্র প্রদান করা যেতে পারে । যদিও উৎপাদন লিড সনদপত্র দেবার জন্য বিবেচনা নেয়া হয়, তথাপি পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহারে কারখানাকে যেতে হবে না, সর্বনিম্ন মানদন্ডের জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানী ব্যবহার প্রয়োজন হবে না। [৯৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরকে পরিবেশগতভাবে টেকসই করার জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানী শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য পরিবর্তনও প্রয়োজন যেমনঃ কারখানায় কাজে সম্পৃক্ত লোকদের সাথে লিড সনদ প্রাপ্তির কতিপয় মানদন্ড রয়েছে (যেমন-কারখানার শ্রমিক), তথা শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, কিন্তু এগুলো ঐচ্ছিক, সনদ পাওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। [১০০]

অন্যান্য গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্প কারখানায় যেভাবে কাজ হয়, সবুজ কারখানায় একইভাবে হতে পারে, যেমন- শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর কঠিন প্রভাব ফেলতে পারে সূতার ধুলো কনা, অতিরিক্ত তাপ, রাসায়নিকের ব্যবহার, প্রাথমিক সুযোগ সুবিধার অভাব, অতিরিক্ত কাজের বোঝা ও অন্যান্য। [১০১]

একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সবুজ কারখানা হওয়ার কারণে তাদের উৎপাদিত পন্য কোন বেশী মূল্য পান না[১০২]। সাধারণভাবে, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও এনজিও উভয় প্রতিনিধি সাক্ষাৎকারে ক্রেতাদের দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ এবং ক্রয় মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন টেকসই করা, যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সুরক্ষা, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকের বাঁচার মত মজুরির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

---

[97] According to the USGBC, 52 of the industrial manufacturing facilities certified in Bangladesh are certified against the LEED-criteria for operations and maintenance, and of those 39 have been certified against criteria version 4 or 4.1.

[98] GBCI Europe, Michelle L. R. Schwarting, phone conversation January 19th, 2023

[99] See https://globalfashionagenda.org/circular-fashion-partnership/. See also Finnwatch, 2022, Life after fast fashion – Just transition to sustainable clothing and textiles industry, pp. 49–50

[100] GBCI Europe, Kay Killmann, email December 8th, 2022

[101] Solidarity Center, April 20th, 2022, 'The factory is green, the job is not' – Bangladesh garment worker, https://www.solidaritycenter.org/the-factory-is-green-the-job-is-not-bangladesh-garment-worker/ (viewed on November 30th, 2022)

[102] See also Mr Fazlul Hoque, Managing Director, Plummy Fashions Limited and Former President, Bangladesh Employers Federation (BEF) and Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA), in the "Securing Green Transition of the Textile and Readymade Garments Sector in Bangladesh" event organised by the Centre for Policy Dialogue on January 30th, 2022. The recording of the event is available online: https://youtu.be/l9ezWJEMyxs

৩.৪ শোভন কাজ ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব

বাংলাদেশের মত উত্তর গোলার্ধের দেশ থেকে উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি। অধ্যায় ৩.১-এর বর্ণনা মতে বাংলাদেশের পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সব দেশের শ্রমিকরা তাদের আয় পরিবারের সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যয় করে। নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে সামাজিক সুরক্ষা খুবই অপর্যাপ্ত এবং পারিবারিক আয় অবশ্যই পরিবারের প্রয়োজন মেটাবে যেমন- অসুস্থ ও বয়স্ক লোকদের চিকিৎসা, দেখাশুনা ও বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো।

তৈরি পোশাক সেক্টরের চাকুরী সাধারণত: অনেক কম মজুরীর চাকুরী, অনেক চাকুরীর জন্য শ্রমিকের দক্ষতার প্রয়োজন কম লাগে এবং কারখানার লাভ অনেক কম থাকে, কারণ তাদেরকে অনেক প্রতিদ্বন্দীদের সাথে বিক্রি মূল্যের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা করতে হয়। পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরে সর্বনিম্ন মজুরী ৮০০০/- (৭৬ ইউরোর সমান[১০৩]) যা ঢাকায় বাঁচার মত মজুরির ৩৪ ভাগ (ঢাকার স্যাটেলাইট শহর ও আশে পাশের জেলাগুলোতে বাঁচার মত মজুরী প্রায় ৪২ শতাংশ)[১০৪]। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও রপ্তানী অঞ্চলে নিম্নতম মজুরী আরও কম[১০৫]। এখানে পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ৬২৫০ টাকা মাত্র। যাই হোক, অনেক লোকের জন্য তৈরী পোশাক সেক্টরে চাকুরী অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ভাল বেতনের চাকুরী হিসাবে বিবেচনা করা হয়[১০৬]।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্য প্রতিযোগিতার অন্যান্য সমস্যাযুক্ত পরিণতি রয়েছে, যেহেতু চাকুরির যে খাত বা পদ তৈরী করা হয়েছে তা নিরাপদ না ও কর্মপরিবেশ শোভন নয়।। এই সমস্যাবলী সম্পর্কে একটি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) দুর্যোগ সর্ম্পকে কতিপয় উল্ল্যেখযোগ্য রিপোর্ট প্রদান করেছে, বিশেষ করে রানা প্লাজা ধ্বংসের ফলে ১১০০ শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে কারখানার নিরাপত্তা, মজুরী ও শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে[১০৭], কিন্তু তার পরেও আরও অনেক কাজ এখনো বাকী[১০৮]। একটি স্টাডির মতে, কারখানার ম্যানেজারগণ তাদের কারখানা কিভাবে নিরাপদ রাখা যাবে তা অন্যের চেয়ে ভাল জানেন, কিন্তু করাখানার উন্নয়নের জন্য ক্রেতাদের (বায়ার) কাছ থেকে সীমিত পরিমাণ সহায়তা পান[১০৯]।

আইএলও'র মতে শ্রম শক্তির মাত্র ১২ ভাগ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য[১১০]। সরকারের সামলোচনা এই কারণে যে, রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা দুর্বলভাবে সংরক্ষণ করা হয় যাতে সত্যিকারের ইউনিয়নের বিদ্যমান সংখ্যার প্রতিফলন ঘটে না[১১১]। এটা অনুমান করা হয় যে, গার্মেন্টস সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের মাত্র ৫ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করে[১১২]। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশগুলোর ইউনিয়নের

[103] 1 BDT = 0,0094 EUR

[104] The living wage estimates used here are based on Global Living Wage Coalition, Living Wage Update Report: Dhaka and Satellite Cities, Bangladesh, 2022, available online: https://globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/06/Updatereport_-Bangladesh-and-Satellite-Cities_-2022_30042022.pdf

[105] Bangladesh Export Processing Zones Authority, 2018, Regarding re-fixation of the minimum wages and other benefits, available online: https://www.bepza.gov.bd/public/ckfinder/userfiles/files/Wage%20Circular%202018(1).pdf

[106] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 26–27, available online: https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[107] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 18 and 26, available online: https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[108] Centre for Policy Dialogue, 2019 , New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises, p. 13, available online: http://rmg-study.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-New-Dynamics-in-Bangladeshs-Apparels-Enterprises.pdf

[109] Rahman & Rahman, 2020, Multi-actor Initiatives after Rana Plaza: Factory Managers' Views, p. 1355, available online: https://www.researchgate.net/publication/344221650_Multi-actor_Initiatives_after_Rana_Plaza_Factory_Managers'_Views

[110] ILO, Statistics on union membership, https://ilostat.ilo.org/topics/union-membership/ (viewed on October 19th, 2022)

[111] IndustriALL, 2022, IndustriALL calls on Bangladesh government to implement roadmap, https://www.industriall-union.org/industriall-calls-on-bangladesh-government-to-implement-roadmap (viewed on November 9th, 2022)

[112] New York Times, 2020, Union Garment Workers Fear 'an Opportunity to Get Rid of Us', https://www.nytimes.com/2020/05/08/fashion/coronavirus-garment-workers-asia-unions.html (viewed on November 9th, 2022)

তুলনায় আমাদের ইউনিয়ন খুবই দূর্বল[১১৩]। শ্রমিক সংগঠনগুলোকে খুব দূর্বল ও অকার্যকর বলে বর্ণনা করা হয়েছে[১১৪]। সাধারণত:আন্ত বাংলাদেশে ইউনিয়ন ভাঙ্গা ও হয়রানী, যা খুবই সাধারণ, এমনকি যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্যমান রয়েছে সেখানে যৌথ দরকষাকষির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন সাম্প্রতিক সময়ে একটি জরিপের মাধ্যমে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিষয়ে ১০টি খারাপ দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে[১১৫]। রিপোর্টে বাংলাদেশের পশ্চাদমুখী আইন ও পুলিশের হিংসাত্মক কার্যক্রমের কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফৌজদরী মামলার কথা ২০১৯ সালের একটি জরিপ রিপোর্টে চট্টগ্রাম শহরের গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তা, মজুরী ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে নামমাত্র মজুরীতে অতিরিক্ত ওভারটাইম, ইউনিয়ন করার জন্য বা ছুটি চাওয়ার জন্য চাকুরীচ্যুতি, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের হয়রানী এবং অপর্যাপ্ত মজুরী- এ বিষয়গুলোও উঠে এসেছে। এছাড়াও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার, অসন্তোষ নিরসন ও ধর্মঘটের অধিকার সীমিত। একই রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রমিকদেরকে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার উদ্দেশ্য নতুন দক্ষতার উন্নয়ন নয় বরং অধিকাংশই হচ্ছে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণের জন্য[১১৬]।

যখন কারখানা শ্রমিকদের অধিকার অনেক সময় আদায় হয়না তখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রায় ১১৪ ধরণের কর্মসূচী চালু রয়েছে যাকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে খাদ্য সাহায্য ও বয়স্কদের সহায়তা ভাতা। আইএলও এবং বিশ্ব ব্যাংক উভয়ের অনুমান এটি যে, এত বিস্তৃত পরিসরের ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচী বরং অদক্ষতা তৈরী করছে[১১৭]। ২০২১ সালে পোশাক শিল্পের উপর করোনা ভাইরাসের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়নকৃত একটি প্রতিবেদন শেষমেশ সামাজিক কর্মসূচী শক্তিশালী করার জন্য মূল বেতন বৃদ্ধি বা অন্য কোন পদ্ধতিতে যারা চাকুরী হারিয়ে দরিদ্র হয়েছে তাদেরকে সাহায্য করাকে সুপারিশ করেছে[১১৮] ।

বাংলাদেশে বেকারত্বের কোনো বীমা না থাকলেও কিছু কাঠামো রয়েছে যা শ্রমিক চাকুরী হারালে তাদের সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এগুলি মূলত স্বল্প-মৌসুমে কৃষি শ্রমিকদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যখন শ্রমিকদের চাহিদা সবচেয়ে কম থাকে। এছাড়াও করোনা অতিমারির সময় সরকারের তরফ থেকে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ, সরাসরি নগদ অর্থ-এ ধরণের সহায়তা দেয়া হয়েছিল[১১৯]। একটি রিপোর্টে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির উপর করোনা অতিমারির প্রভাব সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য অবস্থার উপওে কোভিড-১৯ এর প্রভাব সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে সামাজিক নিরাপত্তা জালের বিস্তৃতি ও শ্রম বাজারের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, বিদ্যমান সামাজিক স্কিমসমূহের সমস্যা নিরসন, যেমন-দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, অযোগ্যতা, যাতে সবচেয়ে অসহায় লোকদের নিকট সাহায্য পৌঁছানো এগুলোকে সুপারিশ করেছে[১২০]। ২০১৫ সালের সরকারের একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তার কৌশলপত্রে বেকারদের সুরক্ষার প্রদানের কথা স্বীকার করা হয়েছে। যাই হোক, এই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের কাজ ধীরগতিতে চলছে।

---

[113] ILO, 2022, Employment, wages and productivity trends in the Asian garment sector: Data and policy insights for the future of work, p. 37, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_848624.pdf

[114] Centre for Policy Dialogue, 2019 , New Dynamics in Bangladesh's Apparels Enterprises, p. 19, available online: http://rmg-study.cpd.org.bd/wp-content/uploads/2019/08/Report-on-New-Dynamics-in-Bangladeshs-Apparels-Enterprises.pdf

[115] ITUC, 2022, Global Rights Index, p. 27, available online: https://files.mutualcdn.com/ituc/files/2022-ITUC-Rights-Index-Exec-Summ-EN_2022-08-10-062736.pdf

[116] BILS, 2019, Employment Security Wage and Trade Union Rights in Four Industrial Sectors of Chittagong Region, s. 30–34, available online: http://bilsbd.org/wp-content/uploads/2019/03/Employment-Security-Wage-and-Trade-Union-Rights-in-Four-Industrial-Sectors-of-Chittagong-Region.pdf

[117] ILO, Social Protection in Bangladesh, https://www.ilo.org/dhaka/Areasofwork/social-protection/lang--en/index.htm (viewed on September 16th, 2022); World Bank, 2021, Bangladesh Social Protection Public Expenditure Review, p. 71, available online: https://documents1.worldbank.org/curated/en/829251631088806963/pdf/Bangladesh-Social-Protection-Public-Expenditure-Review.pdf

[118] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 66, available online: https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[119] Razzaque, M.A., 2022, Options for Improving Unemployment Protection in Bangladesh, p. 3–6, available online: https://socialprotection-pfm.org/wp-content/uploads/2022/03/Output-6_note-on-Options-for-Improving-UP-Feb22.pdf

[120] SANEM, 2021, COVID -19 Fallout on Poverty and Livelihoods in Bangladesh, p. 39–40, available online: https://sanemnet.org/wp-content/uploads/2021/12/SANEM-HH-Survey-Report-2021.pdf

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মূল্যায়ন অনুসারে, মহামারীকর্তৃক সৃষ্ট বেকারত্ব, বেকারত্ব সুরক্ষা বিকাশে নতুন আগ্রহ নিয়ে এসেছে। রিপোর্টে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপের স্বীকৃতি দিয়েছে, বিশেষ করে বিদ্যমান আইনী বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মজীবিদের জন্য কর্মক্ষেত্রে কর্মসূচি বৃদ্ধি, হলিস্টিক ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন দলিল ও শ্রম বাজারে চাকুরী সন্ধানের একটি পদ্ধতি চালু করা যায় এবং বিভিন্ন অংশীদারদের একটি টেকসই সামাজিক সংলাপ সমন্নয় করা যায়[১২১]।

৩.৫ করোনা অতিমারির সময়ে সামাজিক নিরাপত্তাজাল অপর্যাপ্ত ছিলো

গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকরা কিরূপ অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে তা সাম্প্রতিককালের একটি উদাহরণে উঠে এসেছে। গত ২০২০ সালের বসন্তের সময় করোনা ভাইরাসের আতিমারির কারণে গার্মেন্টস শিল্পে ক্রয় আদেশ কমে যায় এবং যার ফলে অস্থায়ী ও স্থায়ী ৯০ হাজার শ্রমিক চাকুরী হারায়। বসন্তকালে ও আগামী গ্রীষ্ম কালের আরও ক্রয় আদেশ বাতিল হওয়ার কারণে কমপক্ষে ৯০টি কারখানায় শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়[১২২]। অনেক সুপরিচিত ব্র্যান্ডের ক্রয় আদেশ বাতিল হলেও তারা অর্থ পরিশোধে রাজি হয়েছে। কিন্তু অন্যরা দিতে রাজি হয়নি[১২৩]। ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন যে, ছাটাইকৃত শ্রমিকরা সরকারের নির্দেশিত তাদের বেতনের অংশ পায়নি। অনেক বিদেশী ব্র্যান্ডও আংশিক এই মজুরী প্রদানে সহায়তা করতে অস্বীকার করেছে[১২৪]।

করোনা ভাইরাসের প্রথম ঢেউয়ের সময়ে ছাটাইকৃত ৭২.৪ ভাগ শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য মজুরী দেওয়া হয়নি বলে ২০২০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানকারী সরবরাহকারীদের মতে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ ব্র্যান্ড বা ক্রেতা শ্রমিকদের আংশিক মজুরী প্রদান বা পরিবার বিচ্ছিন্ন শ্রমিকদের আংশিক সহায়তা প্রদানে অস্বীকার করেছে[১২৫]।

২০২১ সালে পরিচালিত ও প্রকাশিত একটি জরিপের মতে, করোনা অতিমারির সময় পরিবারের ভরন পোষণের চ্যালেঞ্জ কিভাবে তারা মোকাবেলা করছে, অধিকাংশের সাধারণ উত্তর ছিলো- ঋণ গ্রহণ (৪৯ শতাংশ), সঞ্চয়ের উপর নির্ভর (৩২ শতাংশ), খাদ্যদ্রব্য কম ব্যবহার (২৭ শতাংশ), অনিচ্ছাকৃত খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন (২৭ শতাংশ), বন্ধু ও আত্মীয়ের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তি (১৭ শতাংশ), কেবলমাত্র শতকরা ৫ জন বলেছে সরকারের সাহায্য সহায়তা[১২৬]। ২০২১ সালের জুনে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে বিভিন্ন এলাকার ৫০০ শ্রমিকের করোনা অতিমারির প্রভাব সম্পর্কে একটি জরিপ পরিচালিত হয়। তাদের জবাব ছিলো করোনার আগের তুলনায় করোনাকালীন সময়ে তাদের সময়ে তাদের পারিবারিক আয় গড় ১১.৪ শতাংশ কমে গেছে। করোনা অতিমারির ফলে তাদের খাদ্যাভ্যাস ও শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। পূর্ববতি অনুচ্ছেদের জরিপের ফলাফলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রমিকের পরিবারকে সমস্যা মোকাবিলায় ঋণ ও সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। অধিকাংশ পরিবারকে (৭৯.৬) অতিরিক্ত আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়েছে।

---

[121] Razzaque, M.A., 2022, Options for Improving Unemployment Protection in Bangladesh, p. 5–11, available online: https://socialprotection-pfm.org/wp-content/uploads/2022/03/Output-6_note-on-Options-for-Improving-UP-Feb22.pdf

[122] BILS, 2021, The World of Work amid Covid Pandemic in Bangladesh: Trade Unions' Strategic Action Priorities, p. 13, available online: http://bilsbd.org/wp-content/uploads/2021/10/World-of-Work-amid-Covid_TU-Strategic-Actions_April-2021_Revised.pdf

[123] Worker Rights Consortium, Covid-19 Tracker: Which Brands Acted Responsibly toward Suppliers and Workers?, https://www.workersrights.org/issues/COVID-19/tracker/ (viewed on October 19th, 2022)

[124] IHRB & Chowdhury Center for Bangladesh studies at UC Berkeley, 2021, The Weakest Link in The Global Supply Chain: How the Pandemic is Affecting Bangladesh's Garment Workers, p. 20, available online: https://www.ihrb.org/focus-areas/covid-19/bangladesh-garment-workers

[125] Center for Global Workers' Rights, 2020, Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains, available online: https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf

[126] SANEM, 2021, COVID -19 Fallout on Poverty and Livelihoods in Bangladesh, p. 35, available online: https://sanemnet.org/wp-content/uploads/2021/12/SANEM-HH-Survey-Report-2021.pdf

যারা বাইরে থেকে কোন সহায়তা পায়নি এবং তাদের অধিকাংশ বন্ধু ও পরিবার থেকে (৯.৪শতাংশ), সরকার থেকে (৮.৫ শতাংশ এনজিও থেকে) (৩.৭ শতাংশ) বা দান থেকে (৩.৩ শতাংশ) পেয়েছে[১২৭]।

৪. শ্রমিক ও অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সাক্ষাৎকার

৪.১ কিভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে

এই সেকশনে গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরের ৩০ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তাদের জীবন ও জীবিকার উপর কতটা পড়েছে তা উল্লেখ করা হয়ছে। এই সেকশনের উদ্দেশ্য শ্রমিকের পরিচিত অসহায়ত্বের ঝলক দেখানো হয়েছে, যারফলে কতিপয় প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় নিধারণে ম্যাপিং শুরু করা যাতে কম কার্বন নিঃসরন অথনীতিতে এখনি উত্তোরণ নিশ্চিত করা যায়।

জুলাই ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রমিকদের সাথে এই সাক্ষাৎকার ব্যক্তি পর্যায়ে ঢাকায় আওয়াজ ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়, যা ফিনওয়াচ কর্তৃক অনুমোদিত[১২৮]। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিকরা হোপলুন লিঃ, ন্যাচারাল ডেনিম লিঃ ও জাবের ও জুবায়ের ফ্যাব্রিক্স লিমিটেডে কর্মরত। এই গার্মেন্টসগুলো প্রধান শিল্প অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত, যেমন ঢাকার ঠিক উত্তরে অবস্থিত গাজীপুর এবং ঢাকা জেলার মধ্যে অবস্থিত আশুলিয়া। এই তিনটি কোম্পানীই ফিনল্যান্ড ও ইউরোপের খুচরা বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডের নিকট সরবরাহকারী (টেক্সটবক্সে বিস্তারিত দেখুন)।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিকদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও ২২ জন নারী শ্রমিক ছিলেন, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিকরা সকলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকার আশুলিয়া, গাজীপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত। অর্ধেক শ্রমিক উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ থেকে আগত[১২৯], এর মধ্যে কতিপয় জেলা খুবই দরিদ্র (আয়ের উপর ভিত্তি করে) এবং বহুমাত্রিক দরিদ্রতা খুব বেশি[১৩০]। কতিপয় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিক সবেমাত্র এই কারখানাগুলোতে কাজ শুরু করেছেন এবং এর মধ্যে অনেকেই বিগত ১০ বছর একই কারখানায় কাজ করছেন। তাদের অধিকাংশই গ্রেড–৪ এর শ্রমিক অপারেটর ও কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর এবং স্যাম্পলম্যান ও শ্রমিক হিসাবে যুক্ত ছিল, এখানে অনেক সিনিয়র ও জুনিয়র ছিল (অধ্যায়-৪.৫ দেখুন)। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিকের মধ্যে ৬ জন কারখানা পর্যায়ে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য ও ৪ জন কারখানার ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয়, এরা হোপলুন লিঃ ও ন্যাচারাল ডেনিমস লিমিটেডে কর্মরত[১৩১], জাবের ও জুবায়ের কারখানায় কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেই। এই সাক্ষাৎকারের বাহিরে ফিনওয়াচ সেক্টর পর্যায়ের ও জাতীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ও বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।

হোপলুন লিঃ

[127] Citizen's Platform, 2022, Dealing with the Aftermath of COVID-19: Adjustments and Adaptation Efforts of the Apparel Workers In Bangladesh, p.12–19 , available online: https://bdplatform4sdgs.net/wp-content/uploads/2022/08/Dealing-with-the-Aftermath-of-COVID-19.pdf

[129] Ali, Z., Ahmed, B., Maitrot, M., Devine, J., & Wood, G., 2021, Extreme Poverty: The Challenges of Inclusion in Bangladesh, available online: https://bids.org.bd/uploads/research/completed_research/FINAL_Challenges%20of%20Inclusion_With%20LOGOS%20_28%20September%202021_Revised.pdf, p. 6

[130] Ibid., Table 13

[131] Hop Lun and Natural Denims factory level unions are both affiliated with Sommilito Garments Sramik Federation.

হোপলুন লিঃ[১৩২] একটি সরবরাহকারী, উদারহণস্বরূপ, কেসকো[১৩৩], লিডল[১৩৪],লিনডেক্স[১৩৫]ও এইচ এন্ড এম[১৩৬] কোম্পানীতে সরবরাহ করে। এই কোম্পানী লিনজারী ও সাতারের পোশাক তৈরি করে। এই কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় হংকং-এ অবস্থিত। কিন্তু তাদের ১২টি কারখানা বাংলাদেশ, চায়না, ইন্দোনেশিয়া ও ইথিওপিয়ায় অবস্থিত। কোম্পানীর মোট বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৪৪ মিলিয়ন পিস এবং তাদের ৪২ ভাগ ক্রেতা সুপার মার্কেট ও হাইপার মার্কেটস[১৩৭] এর।

২০২০-২০২১ সালের হোপলুনের টেকসই রিপোর্ট কোম্পানীর ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়[১৩৮]। কোম্পানীর উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে এই ধরণের স্বচ্ছ ও বিস্তারিত তথ্য সাধারণত পাওয়া যায়না, একে আমরা স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশে হোপলুনের ৬টি কারখানা রয়েছে যাতে প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক কাজ করে। এই ৬টি কারখানার মধ্যে ৩টি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত (অধ্যায় ৩.১ দেখুন)[১৩৯]। প্রতিটি কারখানার শ্রমিকদের গড় বয়স ৩০ এবং ৮০ ভাগ শ্রমিক নারী[১৪০]। বাংলাদেশে হোপলুনের কল কারখানা অ্যামফরি বিএসসিআই (Amfori BSCI)[১৪১] স্মেটা (SMETA)[১৪২] দ্বারা নীরিক্ষিত[১৪৩]।

এমফোরী বিএসসিআই ও স্মেতা হচ্ছে কারখানা নিরীক্ষার স্কিম, সাধারণত খুচরো বিক্রেতা ও ব্র্যান্ডসমূহের সরবরাহ চেইনের[১৪৪] কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশ মনিটরের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

হোপলুনের সর্বশেষ টেকসই রিপোর্ট অনুযায়ী[১৪৫] বাংলাদেশের কোম্পানীতে কর্মরত ১০০ ভাগ শ্রমিক বেঁচে থাকার মত পর্যাপ্ত মজুরী পায়। কোম্পনী দাবি করে যে, গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশনের এনআর পদ্ধতি[১৪৬] অনুসরণ করে। বাংলাদেশের সকল কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বাঁচার মত মজুরী হিসাব করা হয়। তাদের এই হিসাব হংকং ডলারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং বাংলাদেশী টাকায় রূপান্তরিত হয়। কোম্পানীর হিসাব মতে বাংলাদেশের বাঁচার মত মজুরির পরিমাণ ২০২১ সালে ১১,০৯৯/- থেকে ১১৫৬৫/- (অথবা ১০৫-১০৯ ইউরো)[১৪৭] যা কারখানার স্থানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এটা ২০২২ সালের জন্য বাঁচার মতো মজুরী ইনডেক্স এর চেয়ে কম যা স্যাটেলাইট শহর ও ঢাকার আশেপাশের জেলাগুলোর জন্য গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশান প্রকাশ করেছে (অধ্যায় ৪.৬ দেখুন), যেমন- কোম্পানী মনে করে শ্রমিকদের তারা যে বাঁচার মত মজুরী প্রদান করে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কোম্পানী যে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং ব্যাখ্যা দিয়েছে (২০২১ সালের ১০,২৫০/-) তা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ী ভাড়া ও খাদ্য সংক্রান্ত খরচের চেয়ে কম। অন্যদিকে গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশন তিন বেলা খাবারের মূল্য ধরে আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব করেছে। এছাড়াও হোপলুন

---

[132] See https://www.hoplun.com

[133] Kesko, Tehdaslista, K-Citymarket, updated March 9th , 2022, https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/kestava-hankinta/tehdaslistat/ (viewed on November 15th, 2022)

[134] Lidl, 2022, Lidl International and Lidl GB national textile suppliers that delivered products to Lidl between 1st January 2021 and 31st December 2021. Not all suppliers on the list have necessarily supplied Lidl Finland.

[135] Lindex, Supplier lists, https://about.lindex.com/sustainability/how-we-work/suppliers-and-factories/ (viewed on November 15th, 2022)

[136] H&M Group, Supply chain, https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/transparency/supply-chain/ (viewed on November 15th 2022)

[137] Hop Lun, 2021, Sustainability Report, p. 5, available online: https://www.hoplun.com/storage/app/media/images/Sustainability/Sustainability%20Report%20Volume%202%20FY21.pdf

[138] See https://www.hoplun.com/page-sustainability

[139] Hop Lun's factories in the export processing zones operate under the name Hop Yick. See https://www.hoplun.com/services-manufacturing-excellence

[140] Hop Lun, 2021, Sustainability Report, p. 6

[141] See https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

[142] See https://www.sedex.com/our-services/smeta-audit/

[143]Hop Lun, 2021, Sustainability Report, p. 49

[144] For more information on these auditings schemes, see for example Finnwatch, 2022, Kaalimaan vartijat 2: Sertifiointi- ja auditointijärjestelmien laatua tarkasteleva seurantaraportti [in Finnish], available at: https://finnwatch.org/images/reports_pdf/Kaalimaan_vartijat_2_.pdf

[145] Hop Lun, 2021, Sustainability Report, p. 28

[146] See https://globallivingwage.org/about/anker-methodology/

[147] Exchange rates as of November 15th, 2022 , 1 HKD = 13,0035 BDT; 1 HKD = 0,1228 EUR

শ্রমিকদের একবেলা খাবার দেয় এবং এটা তাদের হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আবাসনের জন্য, গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশন বাসযোগ্য শোভন বাড়ী ভাড়ার হিসাব করেছে, অন্যদিকে হোপলুন শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান বাড়ী ভাড়ার হিসাব ধরেছে।

কমপক্ষে বাংলাদেশের একটি হোপলুনের কারখানায় যা হোপলুন এ্যাপারেল ইউনিট-২ নামে পরিচিত, সেখানে কারখানা পর্যায়ের একটি ইউনিয়নের সাথে একটি যৌথ দরকষাকষির চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। প্রথম চুক্তিটি ২০১৯ সালে সাক্ষরিত হয় যা ২০২২ সালে আপডেট করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের সাথে সকল শ্রমিকের মূল মজুরীর ১০% হারে বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি করা হয়েছে[১৪৮]। কোম্পানী শ্রমিকের কর্মঘন্টা সপ্তাহে ৬০ ঘন্টার নিচে রাখার লক্ষ্য ঠিক করেছে।

২০২১ অর্থ বছরে[১৪৯] কেবলমাত্র দুই সপ্তাহে সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৬১ ঘন্টা ও তার অধিক ছিলো (বিগত ২০২০ সালের ১৪ সপ্তাহের তুলনায়)। ৩৫ সপ্তাহে গড় কর্ম ঘন্টা ছিলো ৪৯ থেকে ৬০ ঘন্টার মধ্যে[১৫০]। আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-এর মতে নিয়মিত সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৪৮ ও এর উর্ধ্বে হলে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয় এবং অতিরিক্ত কাজ পারিবারিক ঝামেলা সৃষ্টি করে। এ ধরণের দীর্ঘ কর্মঘন্টা দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোর জন্য সাধারণ, পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী শ্রমিক সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টারও উপরে কাজ করে[১৫১]। আইএলও ১৯১৯ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমমানের যে ১নং কনভেনশনটি গ্রহণ করেছিলো তা ছিলো সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য দৈনিক ৮ ঘন্টা ও সাপ্তাহিক ৪৮ ঘন্টার কম সময় নির্ধারণ[১৫২]। ১৯৩৫-এ আইএলও অন্য আরেকটি কনভেনশন গ্রহণ করে যার সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৪০ ঘন্টা। যা এমন ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন জীবনমান কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়[১৫৩]। আইএলও ১৯৬২ সালে তাদের সুপারিশে বলেছে ৪০ ঘন্টা সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা একটি সামাজিক মান। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে[১৫৪]।

কোম্পানী অবশ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যে, ২০২৬ সালের ৫০ ভাগ উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও রিসাইকেলকৃত কাচামাল অধিক টেকসই উৎস থেকে ক্রয় করবে। হোপলুন তাদের বাংলাদেশী কারখানায় প্রত্যয়িত রিসাইকেল পণ্য উৎপাদন করতে পারে[১৫৫]। এই কোম্পানি গত ২০২১ অর্থবছরে ১২ ভাগের বেশী আর্থিক টেকসই কাচামাল যথা- পুনরুৎপাদিত পলিষ্টার, অর্গ্যানিক তুলা, এফএসসি প্রত্যায়িত পূন্য উৎপাদিত কাগজ ও কার্টুন ক্রয় করেছে[১৫৬]। টেকসই রিপোর্টে এটা স্পষ্ট নয়, এই পুনরুৎপাদিত পলিষ্টার কোন কোম্পানী থেকে ক্রয় করেছে, এটা কি বস্ত্র শিল্পের বর্জ্য অথবা প্লাষ্টিক বর্জ্যের বোতল বা প্যাকেজিং থেকে তৈরী। সাধারণত, পুনরুৎপাদিত পলিষ্টার পুনরায় উৎপাদিত বোতল থেকে তৈরি হয় এবং টেক্সটাইল বর্জ ব্যবস্থা এখনো উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে[১৫৭]। হোপলুন কোম্পানী অবশ্য চিন্তা করেছে তাদের নিজেদের বর্জ্য আপসাইকেল বা পুনরুৎপাদন করে ব্যবহার করবে কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা পথের সন্ধান করছে।

ন্যাচারাল ডেনিম লিঃ ।

[148] Bipartite Agreement Letter according to the Bangladesh Labour Law-2006, Section 210(3), HopLun Apparels Ltd. Dated 1.3.2022
[149] Financial year refers to a period from 1st of April to the end of March
[150] Hop Lun, 2021, Sustainability Report, p. 32
[151] ILO, 2018, Ensuring decent working time for the future, pp. 11–12, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
[152] ILO Convention 1 – Hours of Work (Industry), Article 2
[153] ILO Convention 47 – Forty-Hour Week, Article 1
[154] ILO Recommendation 116 – Reduction of Hours of Work Recommendation
[155] Hop Lun, 2021, Sustainability Report, pp. 14–15
[156] Ibid, p. 19
[157] For more information see e.g. Finnwatch, 2022, Life after fast fashion – Just transition to sustainable clothing and textiles industry, pp. 31–34, available online: https://finnwatch.org/images/pdf/Life_after_fast_fashion.pdf

ন্যাচারাল ডেনিম এইচএন্ডএম[১৫৮] ও ম্যাংগো[১৫৯] ব্র্যান্ডের সরবারহকারী। কোম্পানীর ওয়েবসাইটে আরও অনেক ক্রেতার তালিকা রয়েছে, এর মধ্যে জারা, কেলভিন ক্লেইন, ইসপিরিট ও টমি হিলফিগার অন্যতম[১৬০]। কোম্পানীটি বিভিন্ন ধরনের ডেনিম ও নন-ডেনিম পোশাক তৈরি করে যেমন- জিন্স, জ্যাকেট, বারমুডা শর্টস, স্কার্টস, শার্টস, ডুংগারিস কার্ডিগানস, জেগিংস ও সিনোস । এটা বাংলাদেশভিত্তিক ন্যাচারাল গ্রুপের একটি কোম্পানী এবং তাদের ওয়েবসাইট অনুযায়ী তারা আমফোরী বিএসসিআই সনদপ্রাপ্ত[১৬১]। কোম্পানীর কাস্টাডি সনদ রয়েছে এবং তারা প্রত্যায়িত রিসাইকেল পণ্য উৎপাদন করতে পারে। তাদের একটি বায়োলজিকাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে। তারা প্রায় ৪৩০০ লোকের কর্মসংস্থান করেছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের মতামত অনুযায়ী এই কোম্পানীর মাসে ৮ লাখ পিস উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে।

ন্যাচারাল ডেনিম কারখানা পর্যায়ে ইউনিয়নের সাথে একটি যৌথ দরকষাকষি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিটি ২০১৭ সালে প্রথম স্বাক্ষরিত এবং ২০২০ সালে তা আপগ্রেড করা হয়, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সকল শ্রমিকের জন্য প্রতি বছর মূল বেতনের ৭ ভাগ বাৎসরিক বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে[১৬২]।

জাবের ও জুবায়ের ফেব্রিক্স লিঃ

জাবের ও জুবায়ের ফেব্রিক্স[১৬৩] বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সরবারহকারী যেমন আইকিয়া[১৬৪], এইচএন্ডএম[১৬৫], কেসকো[১৬৬], লিডল[১৬৭] ও ম্যাংগো[১৬৮]। কোম্পানীর ওয়েবসাইটে তাদের আরও বহু ক্রেতার নাম রয়েছে। যেমন– জ্যাক ও জোন্স, মার্কস ও স্পেন্সর এবং জারা। এটি নোমান গ্রুপের একটি কোম্পানী। কোম্পানীর ৩৬টি উৎপাদন ইউনিট রয়েছে। তারা সুতা, পোশাক ও গৃহস্থালি কাজের পোশাক তৈরি করে। কোম্পানীর ওয়েবসাইটে বলা আছে, তারা অ্যামফরি বিইপিআই, অ্যামফরি বিএসসিআই ও স্মেটা দ্বারা নিরীক্ষিত। রিসাইকেল উপকরণ ব্যবহার ও উৎপাদনের জন্য তাদের চেইন কাস্টাডি সনদ রয়েছে । এছাড়াও তারা গ্রীন টেকনোলেজিতে বিনিয়োগ করছে, যার মধ্যে রয়েছে বায়োলজিকাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট[১৬৯] । তাদের পোশাক ইউনিটে প্রায় ২ হাজার লোক কাজ করছে এবং প্রতি মাসে তাদের ৭ লাখ পিস উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও কোম্পানী প্রতি মাসে ১০ লাখ মিটারের বেশী কাপড় উৎপাদন করে থাকে।

---

[158] H&M Group, Supply chain, https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/transparency/supply-chain/ (viewed on November 15th, 2022)

[159] Mango, Transparency Pledge: Lista de fábricas de producción de MANGO, https://press.mango.com/en/mango-publishes-the-list-of-tier-1-and-tier-2-factories-in-its-supply-chain_130881 (viewed on November 30th, 2022)

[160] Natural Group, About us, https://naturalgroup.org/about-us/ (viewed on November 30th, 2022)

[161] See https://naturalgroup.org/about-us/

[162] Bilateral Settlements per Section - 210(6) of the Bangladesh Labor Act, 2006,Natural Denims Limited. Dated 13.1.2020.

[163] See https://www.znzfashion.com

[164] Panjiva, Supply chain intelligence about Zaber & Zubair Fabrics Ltd, https://panjiva.com/Zaber-Zubair-Fabrics-Ltd/28439771 (viewed on November 30th, 2022)

[165] H&M Group, Supply chain, https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/transparency/supply-chain/ (viewed on November 15th, 2022)

[166] Kesko, Tehdaslista, K-Citymarket, updated on March 9th, 2022 , https://www.kesko.fi/yritys/vastuullisuus/kestava-hankinta/tehdaslistat/ (viewed on November 15th 2022)

[167] Lidl, 2022, Lidl International and Lidl GB national textile suppliers that delivered products to Lidl between 1st January 2021 and 31st December 2021. Not all suppliers on the list have necessarily supplied Lidl Finland.

[168] Mango, Transparency Pledge: Lista de fábricas de producción de MANGO, https://press.mango.com/en/mango-publishes-the-list-of-tier-1-and-tier-2-factories-in-its-supply-chain_130881 (viewed on November 30th, 2022)

[169] Zaber and Zubair Fabrics, Company sustainability, https://www.znzfashion.com/sustainability.php?Q=znzfashion (viewed on December 19th 2022)

২০১৬ সালে আরো একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, আইকিয়ার অন্য একটি সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান, কারুপণ্য, জাবের ও জুবায়ের থেকে বর্জ্য নিয়ে পাটি (রাগ) তৈরি করে আইকিয়ায় সরবরাহ করছে[১৭০]।

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

"বারবার ঘুর্নিঝড় ও আকস্মিক বন্যায় আমাদের গ্রামের বাড়ী ধ্বংস হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে নদী ভাংগনের কবলে বাড়ীর একাংশ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা বাধ্য হয়েছি আমাদের গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে আসতে এবং এই কারখানায় কাজ নিতে"– গাইবান্ধা থেকে আগত একজন শ্রমিক ।

এই প্রতিবেদনের জন্য যেসকল শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাঁরা অভ্যন্তরীন অভিবাসী হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় এসেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানান্তর হয়েছে[১৭১], কিন্তু এনজিওর সাথে সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আরও অনেক শ্রমিক বাংলাদেশের বিভিন্ন গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে কাজ করছে[১৭২]। বাংলাদেশের কতিপয় উপকুলবর্তি অঞ্চল, উদাহরণস্বরূপ- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার কারণে লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে জমির চাষবাষের অনুপযুক্ত হয়ে পরেছে এবং পানযোগ্য পানির সরবরাহ হুমকির মুখে ফেলেছে, চলমান জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং অভিবাসী মুখী করছে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে আনুমানিক ১ কোটি ৯০ লাখের অধিক অভ্যন্তরিন অভিবাসী হতে পারে[১৭৩]।

এই রিপোর্টের জন্য যে সকল শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে,যদিও জলবায়ু পরিবর্তন ও এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে কোন ধারণা তাদের নেই, বাস্তবে তারা সম্প্রতিক বছরে আবহাওয়া পরিবর্তন, যেমন- আবহওয়া ও বৃষ্টির ধরণের পরিবর্তনকে জলবায়ুর সাথে সম্পর্ক আছে বলে তারা মনে করছে[১৭৪]। শ্রমিকদের মতে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ মেয়াদী গরম ও সেথ সেথে আবহওয়ার জন্ম দিচ্ছে এবং বৃষ্টি অনিয়মিত ভাবে হচ্ছে। অনেকে বলেছে তারা যেসকল এলাকা থেকে এসেছে সেখানে ক্রমাগত বন্যা হচ্ছে, আবার অন্যরা দেখছে তাদের নদী শুকিয়ে গেছে। যদিও তার মধ্যে অল্প সংখ্যক সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এই প্রভাবের বিষয়ে তাদের কোন মতামত দেয়নি, তথাপি জনস্বাস্থ্যের উপর এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তাদের উপর এর সরাসরি প্রভাব পরেছে, বিশেষ করে, যে সকল শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবন জাপন ও খাদ্য সরবরাহ গ্রামের লোকজনের কৃষি ও মৎস আহরণের উপর নির্ভরশীল(আংশিক ভাবে)।

"আমাদের জীবন নদীর উপর নির্ভরশীল এবং নদী শুকিয়ে যাচ্ছে ও ব্যাপক নদী ভাংগনের ফলে আমাদের জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব পরছে, পদ্মা নদী [১৭৫]আমাদের জমি ও ঘর বাড়ী গ্রাস করেছে" (রাজশাহীর একজন শ্রমিক)।

---

[170] Inclusive Textiles and Clothing: Mapping Inclusive Business Opportunities in the Textile and Clothing Sector in Asia, p. 44, available online: https://inclusivebusiness.se/wp-content/uploads/2020/03/InTaCt-report-inclusive-business-opportunities-in-the-textile-and-clothing-industry-.pdf

[171] For example, in a 2012 study by A S Moniruzzaman Khan, the director of the Centre for Climate Change and Environmental Research at BRAC University, almost all of 1 500 Bangladeshi families migrating to cities cited the changing environment as the biggest reason for their decision. Cited in The Guardian, December 1st, 2015 , Dhaka: the city where climate refugees are already a reality, https://www.theguardian.com/cities/2015/dec/01/dhaka-city-climate-refugees-reality (viewed on November 22nd, 2022)

[172] Most internal climate migrants seek shelter in slums surrounding large cities and take up work in the informal sector as day labourers.

[173] Clement, Viviane; Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Adamo, Susana; Schewe, Jacob; Sadiq, Nian; Shabahat, Elham. 2021. Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration. World Bank, Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36248 License: CC BY 3.0 IGO.

[174] Likely impacts of climate change in Bangladesh include increased flooding, increased vulnerability to cyclones, increased drought, increased salinity and greeted extreme temperatures. See e.g. European parliament, DG Internal Policies of the Union – Policy Department Economic and Scientific Policy, 2008, Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh, Chapter 1.2, available online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/400990/IPOL-CLIM_ET(2008)400990_EN.pdf

[175] Likely impacts of climate change in Bangladesh include increased flooding, increased vulnerability to cyclones, increased drought, increased salinity and greeted extreme temperatures. See e.g. European parliament, DG Internal Policies of the Union – Policy

গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড তাপের সৃষ্টি করছে, উচ্চ তাপমাত্রার সাথে শ্রমিকদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অনেকে এই সাক্ষাৎ কারে বলেছেন যে, গরমের কারণে তারা দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন্। নমুনা অনুযায়ী কমপক্ষে একটি কারখানা, অত্যাধিক গরমের কারণে কাজ করার সময় কতিপয় শ্রমিক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। কতিপয় সাক্ষৎকার গ্রহনকারী শ্রমিক বলেছে যে, যথাযথ বিশ্রামের অভাবে ও গরম পরায় তাদের রাতে ভালো ঘুম হয়না।

এনজিওর সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ বলেছেন যে, জলবায়ুর প্রভাবের কারণে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের লাভ কমতে পারে। লাভ কমে গেলে ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে তাদের ব্যবসা অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে।

'আমরা জানি জলবায়ুর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। জলবায়ুর প্রভাব এই শিল্প ও লাভের উপর পড়বে, যেমন- আমরা কোভিডকালিন সময়ে দেখেছি অনেক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা ব্যবসা কমিয়ে ক্রয়াদেশ বাতিল করে পালিয়েছে। একই কাজ তারা করতে পারে যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের অধ:পতন তাদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে'- ১ জন এনজিও প্রতিনিধি। এনজিও যা দেখতে পাচ্ছে তাহলো, এই সেক্টরের লাভের উপর এর প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে অসহ্য গরমের কারণে শ্রমিকরা তাদের উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জন করতে পারবেনা । অন্যান্য সমস্যাগুলোও এর সাথে যুক্ত আছে যেমন- শিপমেন্টে বিলম্ব, জলাবদ্ধতা ও বন্যাপ্রবন এলাকা থেকে কারখানা স্থানান্তর। আর একটি অনুমান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫টি গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে ১টি কারখানা সুমদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার ৫ মিটারের নিচে রয়েছে, যারা ২০৩০ সাল ও তার পরে নিয়মিত বন্যার ঝুঁকিতে থাকবে[১৭৬]। এনজিও সাক্ষাৎকারীদের মতে, সাধারণত ১টি কারখানা বন্ধ করতে হলে যথারীতি ঐ কারখানার সকল শ্রমিককে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিতে হবে[১৭৭]। এধরণের পরিস্থিতিতে শ্রমিকের জন্য কঠিন হয় মজুরি ফেরত পাওয়া। চাকুরীচ্যুত এসকল শ্রমিক তাদের গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়, কারণ শহরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না মজুরি ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা পরিচালনা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। এছাড়াও যথাসময়ে পর্যাপ্ত সহায়তা তারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কাছ থেকে পায়না, যদিও শ্রমিকের পাওনা মজুরি ও সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য তারাই একমাত্র আইনি কর্তৃপক্ষ।

৪.৩ কতিপয় লোক বিশ্বাস করে যে, ফাস্ট ফ্যাশন এখানেই শেষ

'আমি মনে করিনা এখানে কোন পরিকল্পনা আছে'- একজন এনজিও প্রতিনিধি

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, যা ৩.১ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এটা আরো প্রত্যাশা করা হয়েছে এই সেক্টর আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আরও অনেক লোকের কর্মসংস্থান করবে ও আরো অধিক রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সুবিধা নিয়ে আসবে কেননা বাংলাদেশের শ্রম সস্তা ও চায়নার[১৭৮] পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেসকল এনজিও প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন যে, ক্রেতা দেশগুলোর ভোক্তাদের চাহিদা পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের কর্মসংস্থান কমে যাবে না।

তাদের মতে, এরকম যথেষ্ট নিম্নগতির জন্য ভোক্তাদের চাহিদার যে ধরণের পরিবর্তন দরকার তার কোনো প্রমাণ তো দূরের বিষয়, লক্ষণও নেই। ঢাকা আইএলও প্রধান পরিচালক, Tuomo Poutiainenও ২০২২-এর মার্চে ফিনওয়াচের একটি পডকাস্টে একই মত প্রকাশ করেন[১৭৯]। তাঁর মতে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টির দিকে তাকালে "ফাস্টফ্যাশনের সমাপ্তি" আসন্ন বলে মনে হচ্ছে না।

Department Economic and Scientific Policy, 2008, Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh, Chapter 1.2, available online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2008/400990/IPOL-CLIM_ET(2008)400990_EN.pdf

[176] Garment Worker Diaries, 2011, Factories, Workers, and Flood Risk,https://workerdiaries.org/factories-and-flood-risk/ (viewed on November 22nd, 2022)

[177] See also e.g. The Business Standard, 3.12.2022, 4 RMG factories of DIRD Group announced closed indefinitely, https://www.tbsnews.net/economy/rmg/4-rmg-factories-dird-group-closed-indefinitely-544458 (viewed on December 15th, 2022)

[178] See e.g. ILO, 2018, Skilling for green jobs in Bangladesh, p. 29, available online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_694947.pdf

[179] Finnwatch, March 24th, 2022, Valokeilassa-podcast: Ilmastonmuutoksen vaikutus työpaikkoihin [in Finnish], https://open.spotify.com/show/3Wy4bsugBm3CgiLcL0l3rh (viewed on November 23rd, 2022)

বরঞ্চ গার্মেন্টস কারখানাগর অর্ডার বইগুলো এতোটাই পরিপূর্ণ যে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি হচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকার নেয়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তারা কোনো চাহিদাভিত্তিক বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান হ্রাসকে শুধুমাত্র দূরের সম্ভাবনা হিসেবে দেখছেন। অন্যান্য উপাদান যেমন- এই সেক্টরে ব্যবসায় লাভ কমে যাওয়া ও উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার (অধ্যায়-৪.২ দেখুন) সাথে সম্পর্কিত, এগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সম্ভাবনা থাকবে। বাংলাদেশে ক্রেতাদের ক্রয়াদেশ কমায় যদি এটা ঘটে তাহলে অন্যন্য শিল্পের উপর শ্রমের চাপ সৃষ্টি হবে।

অনুমান করা হয় যে, প্রতিবছর ২০ লক্ষ সূচক বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রূপে যোগ হয়[১৮০], সরকার দেশের অর্থনীতিকে বহুমুখী করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন, এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদনের ভিত্তি, নতুন বাজার তৈরী যেখানে দেশের বর্ধনশীল শ্রমশক্তি ও অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে চাকুরী দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া যায়[১৮১]। এনজিও প্রতিনিধির মতে, 'সমস্যাটা এখানেই যে, আমরা এখনও ওইসব চাকুরি দেখতে পাচ্ছিনা।' তাঁর মতে, 'পরিবর্তে, আমরা দেখেছি বাংলাদেশ সরকার অতিরিক্ত শ্রম বাইরে রপ্তানি করছে, বাইরের দেশে শ্রমিকের পণ্যায়ন হচ্ছে যেখানে সরকারের শ্রমিকদের সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে হচ্ছেনা, যেখানে কিনা সরকারকে কোনো ধরণের সামাজিক কর্মসূচী নেয়ার দায়িত্ব নিতে হবেনা।'

প্রকৃতপক্ষে, অতিরিক্ত শ্রমশক্তিকে বিদেশে রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ধরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা ছিলো[১৮২]। বাংলাদেশ সরকারের বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির কারণে দেশীয় বাজারে শ্রমিকের চাপ কমেছে। পাশাপাশি দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যা গার্মেন্টস শিল্প থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। দেশের অনুন্নত অঞ্চলে আরো ১০০টি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছেন[১৮৩]। । এই নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চলের রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো বিভিন্ন কর সুবিধা পাচ্ছে[১৮৪], যেমন রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল পায়[১৮৫]। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে প্রচলিত শ্রম আইন দেশের বাকি অংশে প্রচলিত শ্রম আইনের তুলনায় দুর্বল[১৮৬]। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মতে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চলে চাকুরী সন্ধানকারীদের মধ্যে একটি দল থাকবে অভ্যন্তরীন অভিবাসী শ্রমিক যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত[১৮৭]।

[180] See e.g. Sumi, H. F., Reaz, M. M., 2020, Building Competitive Sectors for Export Diversification: Opportunities and Policy Priorities for Bangladesh (English). p. 8. available online: http://documents.worldbank.org/curated/en/982561587362264731/Building-Competitive-Sectors-for-Export-Diversification-Opportunities-and-Policy-Priorities-for-Bangladesh

[181] See e.g. General Economics Division (GED), Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, 2020, Perspective Plan of Bangladesh 2021–2041, p. 91, available online: http://oldweb.lged.gov.bd/uploadeddocument/unitpublication/1/1049/vision%202021-2041.pdf

[182] See e.g. Arab News, March 2nd, 2022, Bangladesh sets target to send 1 million workers abroad in 2022, https://www.arabnews.com/node/2035006/world (viewed on November 22nd, 2022)

[183]Dhaka Tribune, November 28th, 2021, BEZA plans to create 1C new jobs in 100 EZs,https://www.dhakatribune.com/business/2021/11/28/beza-plans-to-create-1c-new-jobs-in-100-ezs (viewed on November 30th, 2022)

[184] See Bangladesh Economic Zones Authority, Incentives for Developers, available at:http://www.beza.gov.bd/wp-content/uploads/2020/11/Incentives-packages-11.2020.pdf

[185] See Bangladesh Export Processing Zones Authority, Incentives & Facilities, https://www.bepza.gov.bd/content/incentives-facilities

[186] Bangladesh EPZ Labour Act, 2019,available online: https://www.bepza.gov.bd/public/storage/upload/content-file/210731064604-32765_6059605792686867415.pdf. See also Bangladesh Export Processing Zones Authority, Labor Issues FAQ, https://www.bepza.gov.bd/content/faq

[187] See also e.g. Bloomberg, March 3rd, 2022, For Climate Migrants in Bangladesh, Town Offers New Lifehttps://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-30/for-climate-migrants-in-bangladesh-town-offers-new-life?leadSource=uverify%20wall (viewed on November 23rd, 2022)

বর্তমানে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিক স্বল্পতার একটি অন্যতম কারণ হলো কোভিড-১৯ এর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা[১৮৮]। গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে যে সকল শ্রমিক চাকরীচ্যুত হয়েছে বা চাকুরী ছেড়ে চলে গেছে তারা এই সেক্টরে আর কাজে ফিরে আসেনি। শ্রমিকের এই স্বল্পতার প্রভাব অন্য শ্রমিকদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে-এর মধ্যে নিজে বাধ্য হয়ে কাজ করা[১৮৯] এবং সাব কন্ট্র্যাকিং শ্রমিকের কাজ বৃদ্ধি করবে। যে সকল কারখানা সাবকন্ট্র্যাটিং কাজ গ্রহণ করে তাদেরকে নিয়মিত সরবরাহকারীদের তুলনায় কম যাচাইয়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই সম্পর্কে কারখানার কর্মপরিবেশ অন্য কারখানার তুলনায় খারাপ। এ ধরণের কারখানার সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে রিপোর্টে বলা হয়েছে- উদাহরণস্বরূপ তারা শিশু ও কিশোর শ্রমিকদের[১৯০] কাজে লাগায়। যে সকল ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা সাক্ষাৎকারে বলেছেন ক্রেতাদের তরফ থেকে যদি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রয়াদেশ কমে যায় তাহলে সাবকন্ট্র্যাকটিং কারখানার শ্রমিকরাই প্রথমে চাকুরীহারা হবে।

৪.৪ বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ

এই রিপোর্টের জন্য যেসকল শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো গামেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের বর্তমান চাকুরী চলে গেলে তাদের কি ধরণের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। অনেকে এ অবস্থায় পড়লে কিভাবে তা মোকাবেলা করতেন সে বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

"আমার পরিবার আমার আয়ের উপর নির্ভশীল। আমার যদি কোনো চাকুরী না থাকে তাহলে তারা পথে বসবে"। ফোকাস গ্রুপের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী (সাক্ষাত প্রদানকারী) একজন শ্রমিক ।

"আমার সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ করে দিতে হবে, আমি আমার মা-বাবা ও পরিবারের দেখাশোনা করতে পারবোনা" নেত্রকোনার ১ জন শ্রমিক।

কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের কতিপয় শ্রমিক প্রতিনিধি তাদের উদ্বেগের বিষয় জানিয়েছেন এই বলে যে, যদি ব্যাপকভাবে গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের চাকুরি চলে যায় তাহলে পুরো দেশে বিশৃংখলা তৈরী হবে এবং লক্ষাধিক পরিবার না খেয়ে থাকবে।

একজন ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি যাই হোক, বলেছেন গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরের অনেক শ্রমিক অস্থায়ী চাকুরী হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন এবং বর্তমান চাকুরী হারালে তারা কি করবেন তার একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থাকে।

তবুও শ্রমিকের মতে, এই ধরণের পরিস্থিতিতে বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ কম থাকবে, অনেকে বলেছেন প্রাথমিক ভাবে ও বাস্তবে তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কাজ পেতে পারেন যেমন, কুটির শিল্পের[১৯১] কাজ করতে পারেন , একটি চায়ের দোকান দিতে পারেন বা ইট ভাটায় কাজ করতে পারেন, হাতের যে কাজ পাওয়া যায়। অন্যেরা বলেছেন ছোট আকারের ফার্ম দেয়া এবং গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্প সেক্টরে বিকল্প কাজের চেষ্টা করা। পুরষরা বলেছেন, তারা রিকশা চালাতে পারেন, মেয়েরা বলেছেন, বাসায় কাজ করবেন।

শ্রমিকদের মতে, যদি গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকের চাকুরী চলে যায় সেক্ষেত্রে এর বিকল্প কর্মসংস্থানই নয় দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভর্তুকি দেওয়া দরকার। কারখানা ও জাতীয় পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারাও বিকল্প কর্মসংস্থানের উপর জোর দিয়েছেন এবং ছোট খাটো ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদানের কথা বলেছেন (যেমন -অল্প ঋণ), পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকের

[188] Daily Star, February 2nd, 2022, Worker shortage a new challenge for RMG,https://www.thedailystar.net/business/economy/news/worker-shortage-new-challenge-rmg-2952581 (viewed on November 22nd, 2022)

[189] Christian AID & Centre for Policy Dialogue, Presentation on CA-CPD Study on Debate and recent export growth and decent employment in RMG industry: A UNGPs perspective, p. 42, available online: https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2022/09/Debate-on-Recent-Export-Growth-and-Decent-Employment.pdf

[190] Ibid, p. 29

[191] Cottage industry refers to manufacturing that takes place in people's homes, rather than (purpose-built) industrial facilities.

দক্ষতা বৃদ্ধি করাও জরুরি বলে উল্লেখ করেছেন, যাতে শ্রমিকরা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে । সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মতে এ ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য কারখানার ক্রেতা ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন।

"আমাদের বিকল্প কাজ, শিক্ষা, স্বয়ংক্রিয় মেশিন পরিচালনার দক্ষতা প্রয়োজন। এটা সরকারের কাজ, জনতার আরো দক্ষতা প্রয়োজন. ক্রেতাদের দায়িত্বশীল ক্রয় অভ্যাস, নায্য মজুরী, ন্যায্য লাভ আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন" -একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা.

৪.৫ শ্রমিকের আর্থিক স্থিতিশীলতা

যেসকল শ্রমিকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বলেছে ওভারটাইমসহ যে বেতন তারা প্রতি মাসে বাড়িতে নেয় তা হলো ৯০০০ থেকে ১৫০০০টাকা (৮৫-১৪২ ইউরোর সমান)[১৯২]

যাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা হলেন, বিভিন্ন গ্রেডের শ্রমিক, সর্বনিম্ন মজুরী গ্রেড-৭ (হেলপার) থেকে মধ্যম পর্যায়ের গ্রেড-৩ (সিনিয়র অপারেটর)। এই মজুরী পাওয়ার জন্য শ্রমিকের সপ্তাহের ৬০ ঘন্টা কাজ করতে হয়। তারপরেও তাদের বেতন বেঁচে থাকার মতো মজুরী মানদন্ডের অনেক নিচে। গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশনের মতে, বাঁচার মতো মজুরী প্রতি মাসে ১৯০০০/- (১৭৯উইরো) এর চেয়ে একটু বেশী। এটা ঢাকার পাশে স্যাটেলাইট শহর ও আশে পাশের জেলার জন্য প্রযোজ্য(গাজিপুর ও আশুলিয়ার মধ্যে রয়েছে), ঢাকা মহানগরের বাঁচার মতো মজুরী প্রতি মাসে প্রায় ২৩০০০ হাজার টাকা(২১৭ ইউরো)বাচার মতো মজুরী মূলত: স্বাভাবিক কর্মঘন্টার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয় এর মধ্যে ওভারটাইম ভাতা যুক্ত হয়না[১৯৩] .যাই হোক, সর্বোচ্চ মজুরী প্রাপ্ত সাক্ষাৎকারীগণের মাসিক আয় সাম্প্রতিককালের গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য আনুমানিক মজুরীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ[১৯৪]। গার্মেন্টস ও বস্ত্র সেক্টরের সর্বনিম্ন মজুরী (গ্রেড-৭) প্রতি মাসে ৮০০০হাজার টাকা (৭৬ ইউরো), সপ্তাহে ৬ দিন কাজ ও ৪৮ কর্মঘন্টা। সর্বোচ্চ গ্রেড-১, সর্বনিম্ন মাসিক মজুরী ১৭৫১০/- (১৬৫ ইউরো)। সর্বনিম্ন মজুরীর মধ্যে রয়েছে মুল মজুরী, ভাতা সমূহ (বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা,পরিবহন ও খাদ্য[১৯৫]। কতিপয় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিক তাদের গ্রেড অনুযায়ী সর্বনিম্ন মাসিক মজুরী পান। রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে সর্বনিম্ন মজুরী প্রযোজ্য। এখানে গার্মেন্টস ও বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মজুরী ৬২৫০/- ও সর্বোচ্চ ১৪৯৫০/- গ্রেড অনুযায়ী পান। এই মজুরীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে মুল মজুরী, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা।

স্বাভাবিক সময়ে গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের অনেক শ্রমিক ওভারটাইমের কাজ করতে আগ্রহী হয় বাড়তি কিছু টাকা আয়ের জন্য। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক কর্মঘন্টা দৈনিক ৮ ঘন্টা ও সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা। দৈনিক ২ ঘন্টা ওভারটাইমের কাজ করা অনুমোদিত। যাই হোক, সরকার শিল্পের চাহিদা পূরণের জন্য ওভারটাইমের এই নিয়ম মাঝেমধ্যে শিথিল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ২০২২ সালের জুনে সরকার রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস সেক্টরের এই ওভারটাইমের নিয়ম ২ ঘন্টার জায়গায় ৪ ঘন্টা করার অনুমতি দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে[১৯৬]।

---

[192] 1 BDT = 0,0094 EUR

[193] Global Living Wage Coalition, Living Wage Update Report: Dhaka and Satellite Cities, Bangladesh, 2022, available online: https://www.globallivingwage.org/wp-content/uploads/2018/06/Updatereport_-Bangladesh-and-Satellite-Cities_-2022_30042022.pdf

[194] An RMG worker, on average, took home 15 633 Taka in March 2022 including overtime. The figure is based on a sample of 105 workers. For more information see Christian AID & Centre for Policy Dialogue, Presentation on CA-CPD Study on Debate and recent export growth and decent employment in RMG industry: A UNGPs perspective, available online: https://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2022/09/Debate-on-Recent-Export-Growth-and-Decent-Employment.pdf

[195] Ministry of Labor and Employment, 2018, Monthly wage rate for garments industry, https://idoc.pub/documents/minimum-wages-in-bangladesh-2018-gazette-english-notary-vlr902076wlz (viewed on December 19th, 2022)

[196] The Financial Express, April 1st, 2022, Govt allows two more hours of overtime for RMG workers, https://thefinancialexpress.com.bd/trade/govt-allows-two-more-hours-of-overtime-for-rmg-workers-1654052827 (viewed on November 20th, 2022)

যাই হোক, ২০২২ এর আগষ্ট মাস থেকে জ্বালানীর উচ্চমূল্যের কারণে কারখানা পরিচালনার কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে[১৯৭]। কারখানা প্রতিনিধিরা এই বিদ্যুৎ ঘাটতি বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। কারণ কারখারনার চাহিদা পূরণের উপর এর প্রভাব পড়বে। যার ফলে বাংলাদেশে নতুন ক্রয় আদেশ হ্রাস পাবে এবং পণ্য সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।[১৯৮]

বিদ্যুতের ঘাটতি থাকার অর্থ হচ্ছে, যখন শ্রমিক এই রিপোর্টের জন্য সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তখন তাদের কোন ওভারটাইমের কাজ ছিলনা ও সেজন্য তারা কোন ওভারটাইম ভাতা পাবেনা, মূলত, কারখানায় ওভারটাইমের জন্য কোন কাজই ছিলোনা, এছাড়াও ৩ বছরে বাংলাদেশে গত এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতি ছিলো[১৯৯]। সহায়ক সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ উল্লেখ করেছেন যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাদ্য, বাড়ীভাড়া, পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে এর সাথে সমন্বয় করে মুদ্রাস্ফিতির আলোকে কোন বেতন বৃদ্ধি হয়নি।

এই বিষয়গুলো শ্রমিকগণ তাদের জীবিকার নিরাপত্তা সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। যে সকল শ্রমিক সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন তাদের সকলেই একবাক্যে বলেছেন মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তারা সংগ্রাম করছেন। অনেকে বলেছেন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হয়েছে। অধিকাংশই তাদের পুষ্টিযুক্ত খাদ্য, শিশুদের লেখাপড়া, স্বাস্থ্যসেবা ও বয়স্ক মাতা–পিতার সেবা প্রদানের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশই তারা ব্যাংক থেকে কোন ঋণ পাননি (কেননা ব্যাংকে বন্ধক রাখার মতো সম্পত্তি তাদের নেই), সুতরাং তারা বন্ধুবান্ধব, ও আত্নীয়দের কাছ থেকে বা স্থানীয় ঋণ প্রদানকারীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের মতে স্থানীয় পর্যায়ে ঋণের সুদ টাকার উপরে নির্ভর করে ৩ থেকে ৫ ভাগ সুদ ধার্য্য করে, সময় মতো ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে মোখিকভাবে ও শারিরিকভাবে হেনস্তা করে।

এমনকি শ্রমিকরা ঋণ গ্রহণ করলেও বিপদের দিনে তা ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে পারেনা। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও এনজিও প্রতিনিধিদের মতে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে শ্রমিকদের বাচাঁর মতো মজুরী প্রদান করা, তার ফলে তারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে স্থিতিশীল হতে পারবেন। শ্রমিকদেরকে বাচাঁর মত মজুরী প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান সচল রাখতে পারবে, দারিদ্র বিমোচনের যে মজুরী দীর্ঘদিন থেকে দিয়ে আসছে তা দিয়ে এটা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। কতিপয় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এখনি উওরণের বিষয়কে পুরাতন মার্কার বদলে নতুন মার্কা, যেমন- আচারণ বিধি এর মধ্যে সবচেয়ে জরুরী দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশিত সকলের জন্য শোভন কাজ, বাচাঁর মতো মজুরী ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা।

এছাড়াও শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উন্নয়ন প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার প্রধানকারী ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব মনে করেন, সরকারী স্কিমের বাইরেও ক্রেতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নিজেদের অর্থে আলাদা কল্যাণ তহবিল নামে প্রইভেট স্কিম করতে পারেন, যেমন- ভবিষ্য তহবিল ও কল্যাণ তহবিল[২০০], যার মাধ্যমে শ্রমিকরা বিপদের সময় (চাকুরী হারানো) সহায়তা পেতে পারেন।

---

[197] See e.g. Deutche Welle, October 10th, 2022, Europe's Liquefied Natural Gas demand surge hits Asia, https://www.dw.com/en/lng-european-thirst-for-natural-gas-puts-bangladesh-and-pakistan-in-the-dark/a-63401354 (viewed on January 26th, 2023)

[198] See e.g. New Age Bangladesh, October 11th, 2022, RMG exporters in Bangladesh fret over worsening power crisis, https:// www.newagebd.net/article/183423/rmg-exporters-in-bangladesh-fret-over-worsening-power-crisis; Al-Jazeera/Bloomberg, August 2nd, 2022, Bangladesh's garment sector faces energy, demand crises, https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/2/bangladeshs-garment-sector-faces-energy-demand-crisis (viewed on November 30th, 2022)

[199] The Business Standard, October 5th, 2022, Inflation jumps to 9.5% in Aug, drops to 9.1% in Sep: Minister, https://www.tbsnews.net/economy/inflation-jumps-95-aug-drops-91-sep-minister-508926 (viewed on November 30th, 2022)

[200]A provident fund is a fund to which employees of a company contribute 7 to 8 percent of their basic wage, and the company matches their contribution. The employees can access the funds when they leave their place of employment. A provident fund is mandatory if at least 75 percent of the employees of a company demand it; it is also mandatory in the export processing zones. For more information see Bangladesh Labour Act, Chapter XVII. Companies can also set up benevolent funds for the purpose of providing welfare amenities and facilities for their betterment and development. For more information see Bangladesh Labour Act, Chapter XV.

৪.৬ জলবায়ু পরিবর্তন বিতর্কে শ্রমিকদের কথা শোনা হয়না

'ইউনিয়নের কথা সংলাপের মাধ্যমে সরকার, ক্রেতা, কোম্পানি ও বিভিন্ন অংশীদার শুনতে পারে, এটাতেই সমস্যার সমাধান', একজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

যদিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারী অনেক শ্রমিক উল্লেখ করেন যে, অনানুষ্ঠানিকভাবে তারা মারাত্মক আবহাওয়া, ভারি বৃষ্টিপাত, বন্যা, তাপ প্রবাহ ও খরা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সহকর্মী বা এমনকি ম্যানাজারদের সাথেও আলোচনা করেন, কেউ জানেনা এসকল বিষয় নিয়ে শ্রমিক ও ম্যানেজারদের মধ্যে কোন আনুষ্ঠিনিক আলোচনা হয়েছে কিনা। অধ্যায় ৪.২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রিপোর্টের জন্য যারা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তারা জলবায়ু পরিবর্তন এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত নন (গভীর ভাবে), এর অর্থও জানেনা। যে সকল শ্রমিক সক্রিয় ও কারখানা পর্যায়ে ইউনিয়নের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তাদের জানামতে কতিপয় ক্রেতা কোম্পানী তাদের সরবরাহকারীদের দূষিত পাশোধন প্রক্রিয়া ও বর্জ রিসাইক্লিং ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে বলেছেন। গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পগুলো ঢাকার জলাশয়গুলো দূষিত করার জন্য প্রধানত দায়ী এবং সরকার ঢাকার ৩টি নদীকে মৃত ঘোষণা করেছেন[২০১]। সকল বর্জ্য নদীতে ফেলার কারণে নদীগুলোর পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে, অনেকে উল্লেখ করেছেন বা তাদের ইউনিয়ন ক্রেতাদের সাথে কাজের শর্তাবলী ও শিল্পে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেছেন[২০২]। যাই হোক, কেউ উল্লেখ করেননি যে, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত দাবি বা আলোচনা ক্রেতাদের সাথে করেছেন।

এনজিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ একই ধরণের অভিমত প্রদান করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ইস্যু নিয়ে শ্রমিক প্রতিনিধি ও ব্র্যান্ডের মধ্যে এ ধরণের কোনো আলোচনা হয়নি।

এনজিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীগণ আরোও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আলোচনা প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বাইরে রাখা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ- পরিবেশ ও শ্রমিক আন্দলোনকারীদের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার অভাব। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদেও মতে, তারা জলবায়ু পরিবর্তন উত্তরণের ইস্যুতে সরকারের জন্য ধীরে ধীরে আগাচ্ছেন। অনেকের মতে ইউনিয়নের আগাম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি না থাকা একটি সমস্যা। যাইহোক, জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতার ব্যাপক অভাব রয়েছে, কাজেই এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া প্রথম পদক্ষেপ।

৫. ফিনল্যান্ডে যে সকল কোম্পানী কাজ করে পরিবেশ বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা

ডিসেম্বর ২০২২ সালে ফিনওয়াচ ও ফিনিশ বস্ত্র ও ফ্যাশন এর যৌথ উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠান সেখানকার পোশাক ও বস্ত্র কোম্পানীগুলোর জন্য আয়োজন করে, যার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তাদের সেক্টরে পরিবেশগত উত্তরণ। এশিয়ার দেশগুলোতে অনেক কোম্পানীর জন্য তাদের পণ্য সরবরাহকারী রয়েছে তা এই রির্পোটে আলোচিত হয়েছে। তাই অনুষ্ঠানে কোম্পানীর ২১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাদের মতামত ছাতাম হাউজ রুলের আলোকে আলোচকগণের মতামত ছোট দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ম্যাপিং করা হয়েছে। তাদের দলীয় আলোচনায় উত্থাপিত মতামত পরের অধ্যায়গুলোতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

[201] ILO, 2021, Effective regulations? Environmental impact assessment in the textileand garment sector in Bangladesh, Cambodia, Indonesia and Viet Nam, p. 19, available athttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_802429.pdf

[202] These interviewees were unable to recall which buyer companies had taken part in these discussions. This suggests that the dialogue between factory level trade unions and buyer companies may not be either regular or frequent.

৫.১ জলবায়ু পরিবর্তনের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সরবরাহ চেইনে গ্যাস নি:সরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ

অনেক কোম্পানী কার্বন নি:সরণের লক্ষ্যমাত্রা নিরপেক্ষতার মাত্রায় স্থির করেছে এবং জলবায়ু কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিচ্ছে। যাই হোক সুযোগ-৩ এর আওতায় চেইনে গ্যাস নি:সরণের নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জকে সকলের দৃষ্টিতে নিয়ে এসেছে। এমন কি নির্ভরযোগ্যভাবে হিসাব করাটাও চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচ্য। কোম্পানীদের মতে এটা তাদের পক্ষেও বোঝা খুব কঠিন যে, ভ্যালু চেইনে কি পরিমাণ গ্যাস নি:সরণ হচ্ছে এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়াও কঠিন। গ্যাস নি:সরণের মাত্রার হিসাব বের করার জন্য নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদানকারী সনাক্ত করাও কঠিন বলে বিবেচনা করা হয়। যখন সঠিক তথ্য পাওয়া অনিশ্চিত তখন এই বিষয়ে যোগাযোগ করাও চ্যালেঞ্জিং। তথ্য-উপাত্ত ও সংখ্যা অংশীদারদের সাথে বিনিময় করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, ভোক্তারাই সঠিক। তার সাথে এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে, লক্ষ্য কখনোই অর্জিত হবেনা যদি ভুল করার ভয় থাকে। ভয় হাতের কাজ শেষ করার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

ভ্যালু চেইনে গ্যাস নি:সরণের সমস্যা সমাধানের জন্য পণ্য সরবরাহকারী ও ক্রেতাদের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। ক্রেতা কোম্পানীর সহযোগিতা ছাড়া পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্য অর্জন কঠিন হবে। কিছু কোম্পানীর জন্য এই ধরণের সহযোগিতা কার্যক্রম শুরু করা চ্যালেঞ্জিং। কারণ এককভাবে সরবরাহ চেইন অনেক বড়, এমনকি প্রথম ধাপে সীমিত সংখ্যক কোম্পানী নিয়ে এটা শুরু করা যায়. ধাপে ধাপে এটা ভেলু চেইনে ব্যাপকভাবে চালু করা যায়।

বিভিন্ন আলোচনায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দক্ষিণের ব্যবসায়ী অংশীদারদের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা খুব কম। কেবলমাত্র অল্প সংখ্যক অংশীদার ব্যবসায়ী এই বিষয়টি পরিমাপ করেছে এবং নিদিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করেছে। অনেক ব্র্যান্ড তাদের ভেলু চেইনে গ্যাস নি:সরণ কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং ক্রেতারা তাদের সরবরাহকারী কারখানাকে বার বার এ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। ধিরে ধিরে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ভেলু চেইনের সর্ব নিম্ন পর্যায়ের টায়ারে হচ্ছে। যেখানে সরবরাহকারীদের প্রয়োজনীয় ধারণা নেই যে, তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে গ্যাস নি:সরণ হচ্ছে এবং গ্যাস নি:সরণের ফলে কি ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে অনেকে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, পরিস্থিতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং যখন গ্যাস নি:সরণ ও পরিবেশগত ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে এটা তখন অংশীদার ব্যবসায়িদের কাছে আর আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। আলোচনা ইতিমধ্যে সহজ হয়েছে। গ্যাস নি:সরণ ব্যবস্থা ও তা পর্যবেক্ষণ ক্রেতাদের জন্য নতুন ব্যবসায়ী অংশীদার ঠিক করার একটি মানদন্ড ।

৫.২ দেশের কার্যক্রম পরিচালনায় গ্যাস নি:সরণ বিষয়টি অতি গুরত্বপূর্ণ

গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ, উদাহরণস্বরূপ- ভিয়েতনামের কোম্পানীও চায়নার তুলনায় নিজেদের উদ্যেগে জ্বালানী উৎস পরিবর্তন সহজে করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ- কেন্দ্রিয়ভাবে শাসিত চায়নার অবস্থার পরিবর্তন খুব দ্রুত করা যায়, রাতারাতি পুরো একটি অঞ্চলে জ্বালানী মিশ্রণ ঘটাতে পারে। চায়না সবুজায়ন উদাহরণস্বরূপ- জল বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়ানো, যদিও এর লক্ষ্য সব সময় মানবধিকার ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- যাইহোক, এটা কোনো একক কোম্পানীর পক্ষে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। কতিপয় অংশগ্রহনকারীদের ভাল অভিজ্ঞতা হয়েছে ভিয়েতনামে কাজ করার সময়। ভিয়েতনাম একটি ভাল দেশ, তাদের পর্যাপ্ত জ্বালানী ও কার্যকারী কারখানা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী তারা ব্যবাহার করে। অংশগ্রহনকারীদের কতিপয় ভারতীয় ব্যাবসায়িক অংশীদার রয়েছে যারা স্বাধীভাবে সোলার প্যানেল বসাচ্ছেন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগ শুরু করেছেন। এটা জেনে রাখা ভালো যে, ইউরোপের অনেক দেশে এখনো পুরাতন ও নোংরা পরিবেশে পণ্য উৎপাদন হয়, এটা পরিবর্তনের জন্য ঐ দেশের ভিতর থেকে রাজনৈতিকভাবে চাপা দেওয়া প্রয়োজন।

এই আলোচনায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোম্পানীগুলো অব্যাহতভাবে বিকল্প সরবরাহকারী ও ভ্যালু চেইনে যুক্ত হওয়ার জন্য ম্যাপিং করছেন, কিন্ত দীর্ঘ মেয়াদী অংশীদার গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে, তাদের উপর প্রভাব খাটানো যায়।

কোম্পানীগুলো তাদের সরবরাহকারীদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ- জ্বালানী উত্তরণে কতিপয় কোম্পানীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, বর্তমানে নি:সরণ কমানোর জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা পরিবর্তন করে ভ্যালু চেইনে নি:সরণ কমানোর কাজে ব্যবহার করা যায়, এটার অর্থ হচ্ছে প্রভাবটা স্পষ্টভাবে এক জনের হাতে রয়েছে।

এটার জন্য ভালো অভ্যাস দরকার উদাহরণ স্বরুপ: অর্থ বরাদ্দের জন্য আর্থিক কৌশল ও আদর্শ চুক্তি থাকা প্রয়জোন। যেমন- যৌথ সরবরাহকারীদের জন্য শোলার পাওয়ার পদ্ধতি। তাছাড়াও এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রর্যায়ের জ্ঞান, জাতীয় আইন ও প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন। অনেক কোম্পানী মনে করে যে, এর একটি বাস্তবধর্মী লক্ষ্য অর্জনে তারা এই প্রকল্পে যোগদান ও সহযোগিতা করতে পারে।

৫.৩ উপকরণ বাছাই নি:সরণ কমাতে পারে, কিন্তু গুণগতমান একটি বিষয়

কোম্পানীর গ্যাস নি:সরণ কমানোর জন্য উপকরণ বাছাই করা সহজ কাজ। আলোচনায় এটা উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিমান গ্যাস নি:সরণ হয় তার চেয়ে পুনরুৎপাদিত পলিষ্টার ব্যবহারের কারণে গ্যাস নি:সরণ কম হতে পারে।

অনেক অংশগ্রহনকারী গুরুত্ব দিয়েছেন ডিজাইনের উপর, ডিজাইনারদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং উৎসাহ প্রদান করতে হবে রিসাইকলকৃত উপকরণ ব্যবহার এবং উৎপাদনের ডিজাইন ও রিসাইকেলকৃত উপকরণ বিবেচনায় রাখতে হবে। সমধর্মী উপকরণ থেকে অধিক উৎপাদন হতে পারে, তবে রিসাইকেল উপকরণের বার বার ব্যবহারের মনোভাব থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- মানসম্পন তুলার সুতা রিসাইকেল করে তুলায় পুনরুৎপাদনে অনেকবার ব্যবহার করা যায়, পরিবর্তি সময়ে তুলার মান খারাপ হয়ে গেলে অন্য উপকরণের সাথে মেশানো যায়।

অন্যদিকে, টেকসই উপকরণ অনেক ব্যয়বহুল এবং তাদের বিতরণের সময় বেশি লাগে। রিসাইলকেলকৃত সুতার ও গুনগত মানের চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সিনথেটিক উপকরণের গুনগতমান ভালভাবে বজায় রাখা যায়। সুতা প্রক্রিয়াজাত করার সময় অনেক গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসার অংশীদার সব সময় নতুন উপকরণ ব্যবহার করে পণ্য সরবরাহ করতে পারেনা। এ ধরণের অবস্থায় একজন হয়তো দুইয়ের মধ্যে পছন্দ করতে পারে পরিবেশ সম্মত টেকসই ও নির্ভরযোগ্য উপকরণ বা দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবসায়িক অংশীদার।

৫.৪ ভোক্তাদের পণ্য ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার

ব্যবসায় গোপনীয়তার জন্যও এটা খুব কঠিন যে নির্ভরযোগ্যভাবে যাচাই করা কঠিন যে, পন্য উৎপদিনের জন্য গ্যাস নি:সরণ হচ্ছে। যেমন, অনেক সময় একজনের হয়তো প্রয়োজন একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শক। সুতা তৈরীর পর্যায়ে গ্যাস নি:সরণের পরিমাণ হিসাব করে দিবে। যদি সুতা উৎপাদনকারীরা কি পরিবেশে তুলা উৎপাদন করে তা যদি সরকারী ক্রেতার নিকট প্রকাশ করতে একমত না হয়।

যাই হোক, সবচেয়ে ভাল দৃশ্য এই যে, সঠিক উপকরণ বাছাইয়ের মাধ্যমে গ্যাস নি:সরণের মাত্রা সাম্ভাব্য ১০-২০ ভাগ কমানো যায়, সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ভ্যালু চেইনে ব্যবহৃত জ্বালানীর উৎস ও ভোক্তাদের ব্যবহার সর্ম্পকে যে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন তা খুব কঠিন।

অংশগ্রহণকারীগণ রিসাইকেল আঁশের ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ বিষয়ে আরও গভীর আলোচনার প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেছেন। ব্যবহৃত বোতল রিসাইকেল করে এই সেক্টরে পলিষ্টার ব্যবহারকে অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করা হয় এবং রিসাইকেল আঁশ ব্যবহারে জড়িত হওয়াকে একটি সবুজ ধোঁয়া হিসেবে দাবী করেছে।

অনেক অংশগ্রহণকারী অবশ্য অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে পণ্যের ব্যবহার ও উৎপাদন দুটোই একসাথে কমাতে হবে। খুব সস্তা দামের পোশাক উৎপাদন চেইনে অনেক সমস্যার কারণ, যদি পোশাক অত্যধিক দামের হতো তাহলে প্রয়োজন হলেই তা ক্রয় করত না, পুরনো পোশাকের ভাল যত্ন নিত এবং চূড়ান্তভাবে তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করত।

কোম্পানী অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী উচ্চমানসম্মন্ন পণ্য উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে যা এক বংশ থেকে আরেক বংশ ব্যবহার করতে পারে. ব্যবহৃত কাপড় বিক্রি, মেরামতের সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়ে নতুন এই ব্যবসার মডেলকে সহায়তা দিতে পারে. এটাকে পরিবেশগত উত্তরণের নতুন মান বলতে পারি। যাইহোক, পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের আইন না হলে এ ধরণের পরিবর্তন কঠিন হবে।

তাই আলোচনায় এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমানে ব্যবহৃত পণ্য বিক্রি করে পর্যাপ্ত মূল্য তৈরী করা কঠিন হবে। ভোক্তারা ব্যবহৃত পণ্যের জন্য খরচ করতে প্রস্তুত নয়, কারণ একই ধরনের নতুন পণ্য অনেক সস্তা। ভোক্তাদের মনোভাবের আরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পোশাকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ব্যবহার এখন সাধারণ, কিন্তু গৃহে ব্যবহার বস্ত্র যেমন- বিছানার চাদর, ভোক্তারা নতুন পণ্য ক্রয় করাকেই পছন্দ করবে। এ ধরণের অবস্থায় একটি কোম্পানীকে উত্তরণ করে ব্যবসাকে লাভজনক রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়, উৎপাদন খরচ বাড়বে, পক্ষান্তরে উৎপাদনের পরিমান ও বিক্রির পরিমাণ কমে যাবে। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির ফলে ভোক্তাদের জন্য দাম কম রাখা কঠিন হবে। পণ্যের ভোক্তা মূল্যবৃদ্ধি অন্যায্য বলে প্রশ্নের উদ্রেক করবে, যার সমাধান চিন্তা করতে হবে। যদি পণ্যের অধিক দাম কতিপয় ভোক্তার নিকট বাধা হয়ে দাড়ায় তখন কোম্পানী কি তাদেরকে কিস্তিতে দাম পরিশোধের সুযোগ দিবে? যা তাদের ক্রয় বাঁধা কমাবে?

৫.৫ শ্রমিকের দায়ভার গ্রহণ

এই শিল্প এখনো বুঝতে পারছে না ভ্যালু চেইনে এই পরিবর্তন কোথায় গিয়ে শেষ হবে। অনেকে অনুমান করেন যে, ভ্যালু চেইন এভাবেই ভালো থাকবে, সমাধান হবে আরো পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের মাধ্যমে। অন্যরা অন্যদিকে মনে করেন, পরিবর্তন খুব দ্রুত হবে এবং তা বৃত্তাকার অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটবে।

সংশ্লিষ্টরা আলোচনায় নিয়ে এসেছেন যে,তাদেরকে যে সাময়িক সময়ের জন্য হলে পরিবেশগত উত্তরণ পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকের জন্য ভয়াবহ অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হবে। আইন ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দ্বারা কোম্পানীগুলো ভ্যালু চেইনে কর্মরত শ্রমিকদের দায়িত্ব নিবেনা। যদি ভোক্তাদের পোশাকের ব্যবহার কমে যায় তাহলে আমরাও আমাদের কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দিবো। এটা সুস্পষ্ট যে শ্রমিক ছাটাইয়ের আলোচনার মধ্যবর্তি সময়ে কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে না। পোশাক তৈরীর মজুরী বাড়িয়ে দেয়ার জন্য- বলেছেন বাংলাদেশের সরবরাহকারী কারখানার শ্রমিকরা।

যাই হোক, শ্রমিকদের দায়িত্ব যে কোম্পানীর অংশীদাদের তা তারা স্বীকার করেন যদিও সরবরাহ চেইনের কতদূর যাওয়া উচিৎ বা যেতে পারে সেই প্রশ্নটি উঠেছে। স্থানীয় পর্যায়ের নিজস্ব যোগাযোগ শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। । যাই হোক বাস্তবে অনেক সময় নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নির্ভরযোগ্য কাউকে বিশ্বাস করতে হবে যে শুধু ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে।

গ্যাস নিঃসরণ কমানো ও শ্রমিক স্বল্পতার জন্য উৎপাদন কম হওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যাকে পরস্পর বিরোধী বলা হয়। ব্যবসায়ী অংশীদারদের সাথে খোলা মেলা আলোচনা হতে পারে। যেমন- সবরাহকারী অনুরোধ করতে পারেন যে শান্ত সময়ে ক্রয় আদেশ দেয়া যাতে তাদের উৎপাদন লাইনে শ্রমিকরা কাজ অব্যহত রাখতে পারে এবং অস্থায়ীভাবে শ্রমিক চাকুরীচ্যুত করতে না হয়। এটা অবশ্য পণ্য সরবারাহকারী কারখানার ক্রয় আদেশ দেয়া ও অংশগ্রহনের সময় ক্রেতারা বিবেচনায় রাখে।

সাধারণ সমস্যা হচ্ছে কাজের পরিবেশ দীর্ঘ কর্ম সময় ও কম মজুরী এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পের সাথে সংস্লিষ্ঠ সকল পক্ষকে পারস্পারিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সরবরাহকারীদের মধ্যে কতিপয় কোম্পানী ইতি মধ্যেই বাচার মত মজুরী হিসাব করে তাদের শ্রমিকদের প্রদান করেছে। যাইহোক, আলোচনায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির উর্ধগতি বেশী মজুরির সুবিধা কমিয়ে দিচ্ছে। যথাযথভাবে উত্তরণ ঘটার পূর্বেই শ্রমিকদের জীবন যাত্রা ইতিমধ্যেই সংকটপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

৫.৬ আইনের ভূমিকা

অনেক অংশগ্রহনকারী আশা প্রকাশ করেছেন যে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীগণ এই শিল্পের জন্য আরও অধিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। আলোচনায় আরো পরামর্শ প্রদান করা হয় যে, উদাহরণস্বরূপ- বৃত্তকার অর্থনীতির জন্য উচ্চ মানসম্পন্ন পোশাকের উপর সহনীয় কর আরোপ করা বা বিকল্প উপায়ে খারাপ পরিবেশে উৎপাদিত পন্যের উপর অধিক কর বা অন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে। পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে ইউরোপের কার্বন বর্ডার সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে , যার অর্থ হচ্ছে ইউরোপের বাজারে প্রবেশকৃত আমদানী পণ্যের মূল্য গ্যাস নিঃসরন খরচের উপর নির্ভর করবে। অংশগহনকারীগণ আরো পরামর্শ দিয়েছেন যে, পণ্যের আয়ুকাল পর্যন্ত কোম্পনীর দায়িত্ব গ্রহণ করা। মেরামত সেবার উপর সরকারের ভ্যাট কমানোর মাধ্যমে বৃত্তাকার অর্থনিতীর উন্নয়ন এবং সাম্ভাব্য আইনী পদক্ষেপ সবুজ শিল্পায়নে সাহায্য করবে। আশা করা যায় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে।কতিপয় অংশগ্রহনকারী ইউরোপের বাহিরে আইনের মাধ্যমে একটি সবুজ দেয়াল দেখতে চায়। নির্দিষ্টভাবে অংশগ্রহনকারীগণ অতি ফাষ্ট ফ্যাশনের লাগাম টেনে ধরা প্রয়োজন ও ভোক্তার নিকট পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহনের অঙ্গীকার করছে। উদাহারণস্বরূপ- যে সকল কোম্পানী ইউরোপের বাহিরে পন্য সরবরাহ করছে তাদের লাইসেন্স লাগবে এবং টেকসই মানদন্ডের শর্তপূরণ সাপেক্ষ তাদের সরবরাহের সুযোগ দেয়া হবে।

৬. সারাংশ

'জন সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো উত্তরণই সফল হবেনা এবং উত্তরণের কেন্দ্রে থাকতে হবে শ্রমিকের কল্যাণ', একজন বাংলাদেশী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

এই বিশ্বে বর্তমান পোশাক ও বস্ত্র শিল্প যে ধরণের সমস্যার মুখে পড়েছে তা মোকাবেলার জন্য পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের জন্য মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন বিভিন্নভাবে হতে পারে, বাজার সম্প্রসারণ এবং কাছাকাছি তীরবর্তী অঞ্চলে উৎপাদন নিয়ে আসা, ভোক্তার ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন ও নতুন পোশাক ও বস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা। অন্যান্য উন্নয়নের সাথে অটোমেশিন বৃদ্ধি করা। তাই পরিবর্তন মৌলিকভাবে এই সেক্টরে পরিবর্তন আনবে। কিছু চাকুরী অন্য দেশে বা উপমহাদেশে চলে যাবে। কতিপয় কাজের জন্য নতুন দক্ষতার প্রয়োজন হবে এবং কিছু চাকুরী একসাথে চলে যাবে।

পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের পরিবর্তন কেবলমাত্র বাজারের কারণে হয়নি বা পরোক্ষভাবে জলবায়ু নীতিমালার কারনেও হয়নি, উপরোন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের নতুন বস্ত্র কৌশলের কারণে এই সেক্টরের অনেক কোম্পানীকে তাদের পরিচালনা মডেল পরিবর্তনে অনেক সংস্কারআনতে বাধ্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, গুণগতমান ও মেরামতযোগ্য কাপড়ের চাহিদা বাড়ার কারণে সস্তা ফাস্ট ফ্যাশনের চাহিদা ইউরোপের বাজারে আগের চেয়ে কমে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বৃহৎ কোম্পানীগুলোর সাথে বর্তমানে আলোচনা অব্যাহত আছে, যার ফলে তারা ডিউ ডিলিজেন্স এর আলোকে গ্যাস নি:সরণ ১.৫ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনার জন্য ব্যবসায়িক মডেলে পরিবর্তন আনছে। টেকসই প্রতিবেদনের নির্দেশাবলীতেও কর্পোরেট দায়বদ্ধতার প্রতিবেদন পেশের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মত দেশের জন্য এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া একটি চ্যালেঞ্জ ও অভূতপূর্ব ঘটনা, যেখানে অর্থনীতি প্রচন্ডভাবে পোশাক ও বস্ত্র রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রথম ঢেউ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে চরম সংকটে ফেলেছিল। হঠাৎ করেই কর্মসংস্থানের উপর পরিবর্তন নিয়ে এসেছে যার ফলে শ্রমিকরা অসহায় হয়ে পড়েছিলো। যেহেতু বৈশ্বিক চাহিদা বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো, অনেক বিদেশী পোশাক ব্র্যান্ড হঠাৎ করে তাদের ক্রয় আদেশ বাতিল করে দিয়েছিলো। অনেক কারখানা বাধ্য হয়েছিলো কারখানা বন্ধ ও অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে শ্রমিক ছাটাই করতে। চাকরীচুতির ফলে শ্রমিকের আয় না থাকলে তাদের উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে অধিকাংশ তাদের সঞ্চয় (যদি তাদের থাকে), ঋণ (যদি তারা পায়), বন্ধু ও আত্বীয়ের কাছ থেকে সহায়তা বা অনেক সময় খরচ কমিয়ে ফেলা, যেমন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন।

এই রির্পোটের জন্য আমরা বাংলাদেশের ৩টি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকেরা কি পরিস্থিতি ও অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে তা শোনা। আগামীতে কম কার্বন নিঃসরণ অর্থনীতিতে উত্তরণে তাদের সামর্থ্য ও সমন্বয়ের উপর প্রভাব পড়বে। অতিমারির মারাত্মক প্রভাব ইতিমধ্যে সহজ হয়েছে এবং কাঠামোগত পরিবর্তন এখনো দৃশ্যমান নয়, শ্রমিকরা জ্বালানী সংকট ও মুদ্রাস্ফিতির সমস্যার বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। এটা দেখাচ্ছে যে, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা স্থিতিশীল নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা শ্রমিকের কাছে স্পষ্ট নয়, কিন্তু এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে তারা অবগত। তাদের অনেকে জলবায়ুর প্রভাবের কারণে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী হয়েছে। কারণ যেখানে তারা বাস করত সেখানে বারবার বন্যা হচ্ছে বা অন্য এলকায় খরা ও নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তাদের গার্মেন্টস শিল্পের কাজেও পড়ছে। যেমন গরমকাল বেশী উষ্ণ ও দীর্ঘ ও আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়।

শ্রমিকের বেতন বেঁচে থাকার মজুরীর নিচে রয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, শ্রমিকের খারাপ সমস্যার জন্য কোনো অর্থ জমা রাখতে পারেনা । ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী শ্রমিক বলেছেন দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা অহরহ সংগ্রাম করেছেন । অধিকাংশরাই বলেছেন, তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন না, বন্দক দিতে না পারার কারণে । যদি পরিবর্তন শুরু হয় তাইলে কর্ম সংস্থানের কতিপয় বিকল্প তাদের রয়েছে। অনেকে বলেছেন যেকোন কাজ পেলেই তারা তা গ্রহন করবেন, কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে, তারা কেবল অনানুষ্ঠানিক সেক্টরেই কাজ পেতে পারেন।

এই শিল্পের মৌলিক পরিবর্তনের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো অর্থপূর্ণ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং এখনকার বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্য যদিও তা হুমকিস্বরূপ। কোভিড-১৯ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে এই সেক্টর বিকশিত হচ্ছে, সে জন্য শিল্পের বিভিন্ন পক্ষ ও অংশীদারের মধ্যে পরিবেশগত উত্তরণের জন্য প্রস্তুতি নেই । সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এনজিও প্রতিনিধিগণ পোশাকের চাহিদা কমার কারণে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পে শ্রমিকের কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যাবে বলে যে ধারণা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ার কারণে শ্রমিকের চাকুরী চলে যাওয়াকে বেশি হলে সূদুর ভবিষ্যতে হতে পারে । অন্যতম প্রধান শিল্পখাত পরিবেশগত সমস্যাবলী এই সেক্টরের কারখানাগুলাকে তথাকথিত সবুজ কারখানায় রূপান্তর করতে পারে। যাই হোক কারখানাগুলোর লিড সনদপ্রাপ্তি প্রয়োজন। কেবল এককভাবে এর মাধ্যমে এই সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা অপর্যাপ্ত।

যে সকল ফিনিস কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করছে তারা কর্মশালার আলোচনায় নিশ্চিত করেছে যে, গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমানোর জন্য তারা লক্ষ্য ঠিক করেছে, ভ্যালু চেইনে এটা বাস্তবায়ন এখনো চ্যালেঞ্জিং এবং এটা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, এটা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কোনো পরিবর্তনের চাপ এখনো বাংলাদেশে দৃশ্যমান নয়। কর্মশালার অংশগ্রহনকারী কোম্পানীদের মতে ক্রেতা কোম্পানীর মধ্যে সহযোগীতা প্রয়োজন, যাতে উৎপাদন পরিবর্তনের জন্য কার্যকরভাবে চাপ দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ কোম্পানী উৎপাদনে শতভাগ নিঃসরণ পর্যায়ের অপশনের চিন্তা করছে, যা একক কারখানার জন্য এটি সর্তক বার্তা-বিশেষভাবে তারা রিপোর্ট প্রদান করেনা বা তাদের গ্যাস নিঃসরণ কমায়, সেক্ষেত্রে হঠাৎ করেই ক্রয়াদেশ কমিয়ে দেয়া হতে পারে।

অতিমারির কারণে সৃষ্ট ইস্যুসমূহ সম্পর্কে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সাম্প্রতিককালে শ্রমিকদের সাথে সাক্ষাৎকারে তারা আগত উত্তরণে ভালো পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা হাইলাইট করেছে । ভ্যালু চেইনে গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্য আর্ন্তজাতিক পোশাক ব্র্যান্ডগুলোকে তাদের অপারেশনে বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। কোম্পানীগুলো তাদের পরিকল্পনা কার্যকর করার প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই শ্রমিকদের যুক্ত করা প্রয়োজন। ট্রেড ইউনিয়নকেও অবশ্যই প্রাথমিক অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে । শ্রমিকের জন্য সঠিক উত্তরণ এই পন্থায় হতে পারে, যা তাদের জীবনের জন্য আগেভাগে একটি পরিকল্পনা পছন্দ করে ভালোভাবে এগিয়ে নিতে সুযোগ দিবে ।

৭.সুপারিশসমূহ

পোশাকের ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের জন্য

- কোম্পানীগুলো অবশ্যই সমগ্র ভ্যালু চেইন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ সেলসিয়াস গ্যাস নি:স্মরণ শূণ্যে নামিয়ে আনার জন্য যত দ্রুত সম্ভব কমানোর অঙ্গীকার করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক হাতিয়ার ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহন করে এই পর্যায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা। কার্বন নি:সরণের উচ্চকাংখা পূরণের জন্য নর্ডিক (সংলাপের মাধ্যমে সরবরাকৃত) গাইডলাইন[২০৩] অনুসরণ করে উচ্চ মাত্রায় কার্বন ক্রেডিট নীতিমালা থাকতে হবে যাতে গ্যাস নি:সরণ কমানো যায়।
- এছাড়াও কোম্পানীর জলবায়ু ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য ফ্যাশন প্যাক্ট বা জাতিসংঘের ফ্যাশন ইন্ডাষ্ট্রিজ চার্টার ফর ক্লাইমেট এ্যাকশনের আলোকে সেক্টরে উত্তরণের জন্য সাধারণত যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহন প্রয়োজন। ফিনল্যান্ড ফিনিশ টেক্সটাইল ফ্যাশনের নেতৃত্বে কোম্পানীগুলো সহযোগিতা করছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কার্বন নি:সরণ শূণ্য মাত্রায় অর্জনের জন্য কোম্পানীর ব্যবসায়ের কৌশল ও মডেল তৈরী করা প্রয়োজন। কোম্পানী যখন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে গ্যাস নি:সরণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করবে তখন কোম্পানী উত্তরণের নীতিমালা বিবেচনায় নিতে হবে। এটার অর্থ হচ্ছে, সমগ্র ভ্যালু চেইনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মানবাধিকারে কি প্রভাব পড়বে তা পরিমাপ ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহন করা। এটার আরও অর্থ হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ সরবরাহকারী, শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিগণ, প্রাসংগিক অংশীদারদের সাথে পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে উন্মুক্ত ও বর্ধিত আলোচনা করা প্রয়োজন। মানবাধিকারের ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়ায় কোম্পানী যারা অসহায় পরিস্থিতিতে ও যে দলসমূহ প্রান্তিক অবস্থায় রয়েছে তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
- যখন কোম্পানীগুলো জলবায়ুর বিষয়ে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার রিপোর্ট প্রদান করবেন, তখন শ্রমিক ও তাদের সম্প্রদায় বিশেষ করে অসহায় দলগুলোর উপড় কি প্রভাব পড়েছে মানদন্ডের আলোকে তা রিপোর্টে নিয়ে আসবেন।
- জলবায়ুর লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি কোম্পানীকে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সরবরাহকারী, অংশীদার ও শ্রমিকদেরকে গুরুত্বের সাথে পর্যাপ্ত নোটিশ দিতে হবে। উৎপাদন প্ল্যান্ট বন্ধ করার সময় , বা একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রত্যাহার করার সময়, কোম্পানীগুলোকে অবশ্যই এই ধরণের বিচ্ছিন্নতার বিরূপ প্রভাবগুলি সনাক্ত, প্রতিরোধ, প্রশমিত ও প্রতিকার করতে হবে। অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে যে, সাম্ভব্য ফলাফল কি হতে পারে, শ্রমিকরা আকস্মিকভাবে লে-অফের সম্মুখিন হতে পারে।
- কোম্পানীগুলোকে অবশ্যই তাদের ক্রয় অভ্যাস বদলাতে হবে-যাতে সরবরাহকারী ও ক্ষতিগ্রস্থ দল এবং নির্ভরশীল সম্প্রদায় অবমূল্যায়িত না হয় বা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাদের অসহায়ত্ব না বাড়ে। কোম্পানী অবশ্যই টেকসই উৎপাদিত পণ্য মূল্য পরিশোধ করবে এবং ভবিষ্যতে লাভজনক গার্মেন্টস ও বস্ত্র শিল্পের উৎপাদিত পন্যের উৎপাদন খরচে অংশগ্রহণ করবে। এর অর্থ হচ্ছে, তাদের সরবরাহ চেইনে কর্মরত শ্রমিকরা কমপক্ষে যাতে বাঁচার মত মজুরী পায়। এটার অর্থ আরও দাঁড়ায় যে, সরবরাহকারী ও অন্যন্য ব্যবসায়ী অংশীদারদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের উৎস পেতে সাহায্য করবে। কতিপয় ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে সেখানে অনুদান প্রদান করা।
- কোম্পানীর এটাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, যাতে তাদের সরবরাহকারীগণ শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয় এবং যাতে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদান করতে পারে। শ্রমিকদেরকে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিৎ।

[203] Nordic Dialogue, 2022, Harnessing voluntary carbon markets for climate ambition, https://www.norden.org/en/publication/harnessing-voluntary-carbon-markets-climate-ambition (viewed on December 13th, 2022)

- যখন প্রয়োজন কোম্পানী অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগাবে, যাতে গ্যাস নি:সরণ কমাতে ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্যন্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক শক্তিশালী হবে, যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে চাকুরী হারানো শ্রমিকদের সমর্থন দিবে। কমপক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রণীত নীতিমালার বিরোধিতা করবে না এবং পাশ হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন করবে।

ইউরোপের সরকারের জন্য

- সরকারগুলোকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তন ও ভোক্তারা যাতে তা মানিয়ে নিতে পারে এবং গ্যাস নি:সরনের বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় এবং জীববৈচিত্র্য হারানো বন্ধ করা যায়। প্রস্তুতি শুরু করতে বিস্তৃত অর্থনীতি ও সেক্টর ধরে, যেখানে এর প্রভাব বেশী পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। উত্তরণের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে, এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাজেট প্রণয়নকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কেবিনেট সদস্যগন।
- পোশাক ও বস্ত্র সেক্টরের কারণে পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য পাবলিক সেক্টরেও উত্তরণের কর্মসূচীর উন্নয়ন করতে হবে। যেমন- ইউরোপীয় ইউনিয়নের বস্ত্র কৌশল বিলম্ব না করে বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি, যেমন- খরচ ভিত্তিক কার্বন কর নির্ধারণ বা কার্বন বর্ডার এ্যাডজাষ্টমেন্ট মেকানিজম (CBAM) একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা, যাতে অটেকসই ফ্যাষ্ট ফ্যাশনের দাম বৃদ্ধি বিষয় দেখা যায়। সিবিএম উৎপাদিত দেশে কার্বন নি:স্মরণ কমাতে প্রণোদনা দিতে পারে।
- চক্রাকার অর্থনীতিতে পোশাক ও বস্ত্রের অধিক টেকসই ব্যবহারের সুবিধার জন্য ও মেরামত কাজের জন্য মূল্য সংযোজন কর কম করা যেতে পারে, চক্রাকার অর্থনীতিও জনগণের জন্য পোশাক সংগ্রহকে সহায়তা করবে, যে সকল উৎপাদিত পণ্যের জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে, যেমন- ফাস্ট ফ্যাশন তা নিষিদ্ধ করা, এবং যারা পোশাকের পুর্নব্যবহার ও বস্ত্র শিল্পের অভ্যন্তরে রিসাইকেল করার সক্ষমতা আছে সে সকল মডেলকে স্বীকৃতি ও সহায়তা করা ।
- কর্পোরেট টেকসই ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশনা (CSDDD) বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিতর্কের মুখে রয়েছে, এই নির্দেশনা আইনে রূপান্তর করা প্রয়োজন। কোম্পানীগুলোকে জলবায়ুর ডিউ ডিলিজেন্স মানা বাধ্যতামূলক করা এবং এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাতে তাদের ব্যবসায়িক মডেল ও কৌশল কার্বন নি:সরণ বৈশ্বিক মাত্রা ১.৫ ডিগ্রিতে রাখা নিশ্চিত করে। এ ধরণের পরিকল্পনায় গ্যাস নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী হতে হবে এবং সমগ্র ভ্যালু চেইনের জন্য গাস নি:সরণ সুযোগ -১,২,৩ এর আলোকে তা প্রযোজ্য হবে। নির্দেশনাবলী তে কেবলমাত্র ক্রয়ের অগ্রাধিকার পদক্ষেপ নয়, সমস্যা সমাধানের দায়িত্বও থাকবে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা থাকবে, মূল কোম্পানী দ্বারা ক্ষতির সন্ধান করতে পারবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি তহবিল গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে এবং জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তারা এখান থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে।
- উত্তর গোলার্ধের সরকারগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে তা শক্তিশালী করতে পারে। জলবায়ুর প্রভাব প্রশমন কার্যক্রমে এই সহায়তায় জলবায়ু তহবিলকে যুক্ত করা যেতে পারে, পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে লোকসান ও ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে।
- উন্নয়ন সহযোগিতার সনদসমূহ পরিবেশগত উত্তরণে ব্যবহার করা যেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় কর কর্তৃপক্ষকে আরও বেশী সম্পদ দেয়া যাতে তারা কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের কর নীতিমালা তৈরী করার সক্ষমতার জন্য সহায়তা দেয়া যেতে পারে যাতে সঠিক উত্তরণ ঘটে। এছাড়াও ফিনল্যান্ডের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ দেশ নীতিমালা উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারে যাতে স্বীকৃত দুর্বল দেশগুলোতে উত্তরণ কর্মসূচি পাইলটিং করতে এবং ভবিষ্যত বৃত্তাকার অর্থনীতি বানিজ্যিকরণে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়।

পণ্য উৎপাদনকারী দেশের সরকারের প্রতি যেমন- বাংলাদেশ

- সরকারগুলোকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, যাতে উৎপাদনের ধরণ পরিবর্তন ও ভোক্তারা যাতে তা মানিয়ে নিতে পারে এবং গ্যাস নি:সরণের বৈশ্বিক উষ্ণতার মাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় এবং জীববৈচিত্র্য হারানো বন্ধ করা যায়। প্রস্তুতি শুরু করতে বিস্তৃত অর্থনীতি ও সেক্টর ধরে, যেখানে এর প্রভাব বেশী পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে হবে। উত্তরণের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে, এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় বাজেট প্রণয়নকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও কেবিনেট সদস্যগণ।
- অভ্যন্তরীণ সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের উন্নয়ন ঘটানো যাতে শুধু উত্তরণের ফলে চাকুরী হারানো শ্রমিককে নতুন শোভন কাজ পাওয়ার জন্য সাহায্য সহযোগীতা করা যায়। কমপক্ষে বাঁচার মতো মজুরীর একটি পর্যায়ে পৌঁছতে শ্রমশক্তির স্থিতিশীলতা শক্তিশালী করা যেতে পারে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের জন্য সম্পদের জোগান দেওয়া।
- সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান খুব কঠিন এবং শুধু উত্তরণের জন্য সাহায্য অন্য পন্থায় করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত কর রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা, উৎপাদনকারী দেশের সরকারকে উদারভাবে কর সুবিধা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, যেমন- কর্পোরেট আয়কর কম করে ধার্য করা, কর অব্যাহতি ইত্যাদি। অন্যদিকে সরকারের উচিৎ কর্পোরেট আয়কর পর্যাপ্ত পর্যায়ে আদায় নিশ্চিত করা এবং সংগৃহীত তহবিল সকল শিল্পে উত্তরণ কার্যক্রমের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা।
- আসন্ন পরিবর্তনকে সহায়তা করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে একটি সহায়ক কাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। সরকারকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার রয়েছে এবং স্বাধীনভাবে তা পরিচালনা করতে পারবে। ট্রেড ইউনিয়নকে অবশ্যই জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত জলবায়ুর নীতিমালার একজন অংশীদার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যাতে তারা উত্তরণে সহায়তা করতে পারে।
- ক্রেতা কোম্পানীর দাবি অনুযায়ী পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার একটি নীতিমালা তৈরী ও তাতে সহায়তা প্রদান যা তৈরী পোশাক কারখানাগুলোকে সাহায্য করবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে- ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন, বা অন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎস, জ্বালানী ব্যবহারের উন্নয়ন, পানির ব্যবহার কমানো এবং পানি শোধনাগার স্থাপন।

নাগরিকদের প্রতি

- ভোক্তাদের পোশাক সংগ্রহ কমানো প্রয়োজন, বিশেষ করে ফাষ্ট ফ্যাশনের ব্যবহার একেবারেই ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন। নতুন পোশাক ও বস্ত্র ক্রয় না করে বর্তমানে যে পোশাক আছে তা মেরামত করে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। যখন কাপড়ের প্রয়োজন হবে তখন ব্যবহৃত কাপড় ক্রয়, ভাড়া করা হয়তো নতুন কাপড় কেনার চেয়ে ভালো অপশন হবে।
- যখন কাপড় ও বস্ত্র সংগ্রহ করবেন তখন জনগণকে খেয়াল করতে হবে, উৎপাদিত পণ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রকাশ্যে বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে কিনা। এটা সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, জনগণ যেন প্রকাশ্যেই কোম্পানীকে জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যেমন- সামাজিক মিডিয়া।
- নিজেদের দেশে মানবাধিকার ও পরিবেশগত ডিউ ডিলিজেন্স আইন সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীগণ যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সেদিকে নাগরিকদের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

Finnwatch ry
Malminrinne 1B, 2. krs
00180 Helsinki, Finland
info@finnwatch.org
www.finnwatch.org
@Finnwatch1